গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৮ বর্ষ ২৩ সংখ্যা | ১৬ - ২২ জানুয়ারি ২০২৬ | Web: https://ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ৩ টাকা | পৃ. ১

ইরানের লড়াকু জনগণকে অভিনন্দন এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)

এসইউসিআই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ১৩ জানুয়ারি এক বিবৃতিতে ইরানের জনগণের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন,

তেহরান শাসকরা দেশের জনগণের এই আন্দোলন দমনে যে নৃশংস রাস্তা নিয়েছে আমরা তার তীব্র নিন্দা করছি। এরই সুযোগ নিয়ে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী শাসকরা ইরানের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার যে ফন্দি আঁটছে আমরা তারও তীব্র নিন্দা করছি। যারা এই আন্দোলনে শহিদের মৃত্যু বরণ করেছেন তাঁদের পরিবারগুলির প্রতি শোক এবং সমবেদনা জানানোর সাথে সাথে জনগণের স্বার্থ রক্ষায় শহিদদের আত্মত্যাগের মনোভাব এবং লড়াইকে আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি।

টাকার থলিই যখন ‘গণতন্ত্রে’র প্রাণভোমরা

সে দিন হঠাৎ দেখি চার যুবক বাড়ির দরজায় হাজির। হাতে গেরুয়া পতাকার ছবি দেওয়া দামি কাগজের রঙিন ফোল্ডার।

কী ব্যাপার? না, কাকু আমরা শক্তিশালী ভারত গড়ার ব্যাপারে এসেছি, আপনারও সাহায্য দরকার। বললাম, শক্তিশালী ভারত গড়বে, ভাল কথা। কিন্তু তোমরা কারা? তোমাদের তো আগে কখনও দেখিনি। বললে, আমরা পাশের পাড়ায় থাকি। বললাম, তা তোমাদের হঠাৎ শক্তিশালী ভারত গড়ার এত আগ্রহ হল কেন? একটু কাঁচুমাচু মুখ করে বললে, আসলে, বুঝতেই তো পারছেন, ভোট এসে গেছে। কাজকর্ম তো কিছু নেই। দলের নেতারা বললেন, তোরা দৈনিক হিসেবে একটা পরিমাণ টাকা পেতে পারিস। প্রচারের কাজে লেগে যা। তাই আর কি। কয়েকটা মাস কিছু তো রোজগার হবে।

আর এক দিন দেখলাম পাড়ার চৌরাস্তার মোড়ে বেশ কয়েকটা বেঞ্চ পেতে কয়েকটা ছেলে বসে আড্ডা দিচ্ছে। মাথার উপর প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ছবির ফ্লেক্স টাঙানো। পরিচিত একজনকে দেখে বললাম, কী আড্ডা চলছে? সে বললে, দাদা, এখন এইটাই কাজ। সামনে ভোট আসছে না! তা তুমি কী করে এখানে ভিড়লে? বললে, দুবেলা এখানে বসে থাকলেই কিছু টাকা পাওয়া যাবে। কিন্তু ওই ছেলেটি তো রাজ্যের শাসক দলের সমর্থক, ও এখানে কী করছে? বলল, ওকে আমিই ডেকে এনেছি। আসলে ওর-ও কোনও কাজ নেই। তাই আর কি! বোঝা গেল ভোটটাও এখন এমপ্লয়মেন্ট জেনারেটিং ইভেন্ট।

মনে মনে ভাবলাম, ভারত গড়া, দেশসেবা, রাজনীতি এ সব কিছুকে দলগুলি আর কত নিচে নামাবে! স্বাধীনতা সংগ্রামীরা দেশসেবা, দেশগঠন ইত্যাদি সম্পর্কে যে উচ্চ ধারণা তৈরি করেছিলেন স্বাধীন দেশের শাসকরা তাকে কোথায় নামিয়ে এনেছে! এই ছেলেগুলো তো

দুয়ের পাতায় দেখুন

মধ্যপ্রদেশের ভোপালে ৩-৪ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত এআইডিএসও-র রাজ্য সম্মেলনে প্রতিনিধিদের একাংশ। সংবাদ আটের পাতায়

জাতীয় শিক্ষানীতির বিকল্প জনগণের শিক্ষানীতি গ্রহণ করতে

পিপলস পার্লামেন্ট

২৪ জানুয়ারি

রামাইয়া ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি

অ্যাপেক্স অডিটোরিয়াম, বাঙ্গালোর

অল ইন্ডিয়া সেভ এডুকেশন কমিটি

আশাকর্মীদের দাবি মেনে নেওয়ার জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি এআইইউটিইউসি-র

আশাকর্মীদের দাবি অবিলম্বে পূরণ করার আবেদন জানিয়ে এআইইউটিইউসি-র রাজ্য সম্পাদক অশোক দাস ১০ জানুয়ারি মুখ্যমন্ত্রীকে নিচের চিঠিটি দেন ঃ

আপনি জানেন যে, গ্রামীণ ও শহরের সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থার ভিত্তি হিসেবে কাজ করেন যাঁরা, সেই আশাকর্মী ও পৌর স্বাস্থ্যকর্মীরা তাঁদের ন্যায়সঙ্গত দাবিগুলি নিয়ে গত ২৩ ডিসেম্বর থেকে লাগাতার কর্মবিরতি পালন করছেন। তাঁদের দাবির অন্যতম— মাসিক বেতন ন্যূনতম ১৫ হাজার টাকা, ইনসেনটিভ সহ সকল বকেয়া টাকা অবিলম্বে দেওয়া সহ অন্যান্য দাবিগুলি আপনাকে এবং স্বাস্থ্য দপ্তরে বারবার পেশ করেছেন তাঁরা। কিন্তু কোনও সুরাহা হয়নি। এই অবস্থায় নিরুপায় হয়ে তাঁরা এই কর্মবিরতির কর্মসূচি নিতে বাধ্য হয়েছে। আজ কর্মবিরতির ১৯ দিন।

এই কর্মবিরতির ফলে গ্রাম ও শহরের কোটি কোটি গরিব ও সাধারণ মানুষ সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।

পাঁচের পাতায় দেখুন

ভেনেজুয়েলায় মার্কিন হানাদারি কী উদ্দেশ্যে

ল্যাটিন আমেরিকার দেশ ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো ও তাঁর স্ত্রী সিলিয়া ফ্লোরেসকে গত ৩ জানুয়ারি আমেরিকার কম্যান্ডো বাহিনি আচমকা হানা দিয়ে অপহরণ করে বন্দি করেছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প তাঁদের বিরুদ্ধে ড্রাগ পাচারের অভিযোগ তুলে জানিয়েছেন আমেরিকায় এর বিচার হবে। ভেনেজুয়েলার শাসনভার নেবে আমেরিকা এবং প্রয়োজনে সেখানে মার্কিন সেনাও পাঠানো হবে।

ভেনেজুয়েলায় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী হামলা ও রাষ্ট্রপতিকে অপহরণের প্রতিবাদে কলকাতায় মার্কিন তথ্য দপ্তরের সামনে বামদলগুলির বিক্ষোভ মিছিল। ১২ জানুয়ারি

রাষ্ট্রপুঞ্জের সনদ সহ সমস্ত আন্তর্জাতিক আইন ও নিয়ম-কানুনকে পদদলিত করে একটি দেশের নির্বাচিত রাষ্ট্রপ্রধানকে সস্ত্রীক অপহরণের ঘটনা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নির্লজ্জ দস্যুবৃত্তি আরও একবার প্রকট করেছে। খানিকটা আতঙ্কও ছড়িয়েছে। ‘সর্বশক্তিমান’ ট্রাম্প সাহেবের পরবর্তী লক্ষ্যবস্তু কোন দেশ, তা নিয়ে জল্পনা কল্পনাও শুরু হয়েছে। কিন্তু সামগ্রিক বিশ্ব-পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে বুঝতে অসুবিধা হয় না, এই গুন্ডাগিরির মধ্য দিয়ে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ যে ভাবে পেশি প্রদর্শনের চেষ্টা করেছে, তার পিছনে আসলে রয়েছে তার নিজের সঙ্কট।

আমেরিকার উঠোন হিসাবে পরিচিত ল্যাটিন আমেরিকার যে দেশগুলি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের আধিপত্যের বিরুদ্ধে এখনও প্রতিবাদী, ভেনেজুয়েলা তাদের অন্যতম। ২০০২ সালে ভেনেজুয়েলায় অভ্যুত্থানের অপচেষ্টা থেকে শুরু করে ২০১৯-এ নির্বাচন ছাড়াই একজন অন্তর্বর্তী প্রেসিডেন্টকে স্বীকৃতি দেওয়া, বার বার আক্রমণ ও

চারের পাতায় দেখুন

টাকার থলিই 'গণতন্ত্রে'র প্রাণভোমরা

একের পাতার পর

দলের কর্মী নয়। রাজনীতির র-ও বোঝে না, শুধুমাত্র ওদের বেকারত্বের সুযোগ নিয়ে ভোটের ময়দানে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে। বাস্তবে এখন ভোট রাজনীতির নামে এই জিনিসই চলছে।

শাসক দলগুলির বিরাট খরচ আসে কোথা থেকে

কিন্তু শাসক দলগুলি এত টাকা খরচ করছে কী করে? সেই উত্তর পেতে ঢুকতে হবে আরও একটু গভীরে— রাজনৈতিক দল, ব্যবসায়ী, শিল্পপতি, পুঁজিপতিদের পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে। ছোট কিংবা মাঝারি ব্যবসায়ীদের শাসক দলগুলিকে চাঁদা দেওয়ার কথা কারও অজানা নয়। আর বড় পুঁজিপতিরা যে এত দিন বিপুল অঙ্কের চাঁদা দিত তা-ও ছিল অনেকটাই গোপনে। এই গোপন লেনদেনকে আইনসিদ্ধ করতে বিজেপি এনেছিল 'নির্বাচনী বন্ড' ব্যবস্থা। গত লোকসভা নির্বাচনের আগে নির্বাচনী বন্ডে টাকা দেওয়ার কথা প্রকাশ্যে এলে দেখা যায়, বন্ডের টাকা সব চেয়ে বেশি পেয়েছে শাসক বিজেপি। তা নিয়ে দেশজুড়ে সমালোচনার ঝড় ওঠে। দেশ জুড়ে প্রতিবাদের মুখে পড়ে গত বছর সুপ্রিম কোর্ট নির্বাচনী বন্ডকে অসাংবিধানিক ঘোষণা করে। কিন্তু তারপরেও বিজেপির তহবিলে কর্পোরেট সংস্থাগুলির টাকা দেওয়া বন্ধ হয়নি। এখন তারা পাচ্ছে নির্বাচনী ট্রাস্টের নামে। এই ট্রাস্টও শাসক দলগুলিকে 'চাঁদা' দেওয়ার জন্য পুঁজিপতিদেরই তৈরি করা সংস্থা।

সম্প্রতি সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে, ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে দেশের রাজনৈতিক দলগুলি ৯টি নির্বাচনী ট্রাস্টের মাধ্যমে ৩৮১১ কোটি টাকা চাঁদা পেয়েছে। এর মধ্যে কেন্দ্রের শাসক দল বিজেপি একাই পেয়েছে ৩১১২ কোটি টাকা। অর্থাৎ ৮২ শতাংশ। কংগ্রেস পেয়েছে ২০০ কোটি, বাকি বিরোধী দলগুলি মিলিত ভাবে পেয়েছে ৪০০ কোটি টাকা। এর মধ্যে তৃণমূল পেয়েছে ১০২ কোটি টাকা। যদিও এটি সম্পূর্ণ হিসেব নয়।

কিন্তু, এরা কারা, যারা এই বিপুল পরিমাণ টাকা দলগুলির তহবিলে দিচ্ছে?

প্রকাশিত হিসেব অনুযায়ী, বিজেপিকে সব চেয়ে বেশি অনুদান দিয়েছে প্রুডেন্ট নির্বাচনী ট্রাস্ট। ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে এই ট্রাস্ট বিভিন্ন কর্পোরেট সংস্থার থেকে অনুদান হিসেবে পেয়েছে ২৬৬৮ কোটি টাকা। যার মধ্যে ২১৮০ কোটি ৭১ লক্ষ টাকা তারা দিয়েছে নরেন্দ্র মোদী অমিত শাহের দলকে। এই ট্রাস্টকে অনুদান দিয়েছে জিন্দাল স্টিল অ্যান্ড পাওয়ার, মেঘা ইঞ্জিনিয়ারিং, ভারতী এয়ারটেল, অরবিন্দ ফার্মা, টরেন্ট ফার্মাসিউটিক্যালসের মতো কর্পোরেট সংস্থা। প্রুডেন্ট নির্বাচনী ট্রাস্ট থেকে কংগ্রেস পেয়েছে ২১ কোটি ৬৩ লক্ষ টাকা।

তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে থাকা প্রোগ্রেসিভ নির্বাচনী ট্রাস্ট অনুদান হিসেবে পেয়েছে ৯১৭ কোটি টাকা। এর মধ্যে রাজনৈতিক দলগুলিকে ৯১৪ কোটি ৯৭ লক্ষ টাকা দিয়েছে তারা। সেই অর্থের প্রায় ৮১ শতাংশ অর্থাৎ ৭৫৭ কোটি ৬২ লক্ষ টাকা গিয়েছে বিজেপির পকেটে। এই ট্রাস্টে মূলত অনুদান দিয়েছে টাটা গ্রুপের সংস্থাগুলি।

মাহিন্দ্রা কোম্পানির বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে নিউ ডেমোক্রেটিক নির্বাচনী ট্রাস্ট যে ১৬০ কোটি টাকা পেয়েছে, তার মধ্যে ১৫০ কোটি টাকাই তারা দিয়েছে বিজেপিকে। হারমনি নির্বাচনী ট্রাস্টের পাওয়া ৩৫ কোটি ৬৫ লক্ষের মধ্যে ৩০ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা গিয়েছে বিজেপির খাতায়। একই ভাবে ট্রায়াম্প নির্বাচনী ট্রাস্টও তাদের পাওয়া ২৫ কোটির মধ্যে ২১ কোটি টাকাই দিয়েছে বিজেপিকে।

পুঁজিপতিরা শাসক দলকে 'চাঁদা' দেয় কেন

এই সমস্ত বৃহৎ পুঁজিপতিরা বিজেপি কিংবা অন্যান্য শাসক দলগুলিকে বিপুল পরিমাণ টাকা চাঁদা হিসেবে দেয় তাদের ব্যবসায়িক স্বার্থেই। দেশের শাসন ক্ষমতায় যখন যে দল থাকে তাদের কাছ থেকে পুঁজিপতিরা বিপুল পরিমাণে সুবিধা পেয়ে থাকে। আবার যে দলগুলি ক্ষমতায় নেই তাদেরও এরা বাঁচিয়ে রাখে ভবিষ্যতের স্বার্থে।

বিজেপি শাসন কার্যত দেশকে একচেটিয়া পুঁজির অবাধ লুটের ক্ষেত্রে পরিণত করেছে। রাষ্ট্রায়ত্ত প্রায় সব সংস্থা— রেল তেল গ্যাস ব্যাঙ্ক বিমান বন্দর পাহাড় জঙ্গল খনি যা কিছু দেশের সম্পদ, জনগণের সম্পদ, বিজেপি সরকার সব কিছুকে একচেটিয়া পুঁজির হাতে তুলে দিচ্ছে। শুধু তাই নয়, রাষ্ট্রীয় তহবিল থেকে এই সব পুঁজিপতিদের বিপুল পরিমাণ টাকা কখনও অনুদান, কখনও প্যাকেজ, কখনও ঋণমকুব, কখনও করছাড় হিসাবেও দিয়ে চলেছে। আর এই যে অবাধ লুঠ, জলের দামে হাজার হাজার কোটি টাকার সম্পত্তি আত্মসাৎ, এর বিনিময়েই শাসক দলের তহবিলে এরই কিছুটা অংশ উপহার দেয় পুঁজিপতিরা। আর, ক্ষমতায় বসে সরকারি তহবিল তথা জনগণের সম্পদ নয়ছয় করা, বিলাস-ব্যসনে জীবন-যাপন করা, জনগণের উপর ছড়ি ঘোরানোর ব্যবস্থা করে দেয়। আবার এই শাসক দলগুলিই পুঁজিপতি শ্রেণির পলিটিক্যাল ম্যানেজার হিসাবে জনগণের সব ধরনের বিক্ষোভ-প্রতিবাদকে দমন করে গণবিক্ষোভ থেকে শোষণমূলক এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে আড়াল করে রাখে। অর্থাৎ পুঁজিপতি শ্রেণি এবং শাসক দলের পারস্পরিক স্বার্থের বোঝাপড়াতেই জনগণের সম্পদের লুঠ চলে। উভয়ের এই স্বার্থকেন্দ্রিক বোঝাপড়াকে স্যাঙাৎতন্ত্র বলা হয়। বাস্তবে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় পুঁজিপতি এবং তাদের সেবক শাসক দলগুলির চরিত্র নীতিহীন লেনদেনের।

সম্প্রতি টাটা গোষ্ঠী বিজেপি শাসিত গুজরাট ও আসামে দুটি সেমিকন্ডাক্টর কারখানা তৈরির বরাত পেয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার এই কারখানাগুলির মূলধন বাবদ খরচের ৫০ শতাংশ অর্থাৎ ৪৪,২০৩ কোটি টাকা বহন করার কথা ঘোষণা করেছে। আর তার কয়েক দিনের মধ্যেই টাটা গোষ্ঠীর ১৫টি সংস্থা প্রোগ্রেসিভ ইলেক্টোরাল ট্রাস্টকে ৯১৫ কোটি টাকা দেয়। ট্রাস্ট ১০টি রাজনৈতিক দলের মধ্যে তা ভাগ করে দেয়। তার মধ্যে বিজেপি পেয়েছে ৭৫৮ কোটি টাকার সব চেয়ে বড় চেকটি। তা হলে ৪৪ হাজার কোটি টাকা সরকারি তহবিল থেকে কোম্পানির ব্যাগে পুরে, যা আসলে কোটি কোটি সাধারণ মানুষের করের টাকা, তা থেকে সাড়ে সাতশো কোটি টাকা টাটা ছুড়ে দিয়েছে বিজেপির তহবিলে। সম্প্রতি ইন্ডিগো বিমান বিভ্রাটের পর জানা গেল, ওই সংস্থা বিজেপিকে ৩১ কোটি টাকা চাঁদা দিয়েছে। বিনিময়ে বিমানমন্ত্রক যাত্রী সুরক্ষার স্বার্থে পাইলট-বিমানকর্মীদের বিশ্রাম, কাজের পরিসীমা সংক্রান্ত যে নির্দেশিকা জারি করেছিল, ইন্ডিগোর জন্য সেই বিধি শিথিল করা হয়েছিল। অর্থাৎ এর কুফল বর্তাচ্ছে জনগণের উপর। গণদাবীর পাতায় আমরা আগে দেখিয়েছি, কী ভাবে বিভিন্ন ওষুধ কোম্পানি শাসক দলকে 'চাঁদা' দিয়ে ভেজাল ওষুধের ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে।

মনে রাখতে হবে, শোষিত মানুষের স্বার্থ এবং শোষক তথা পুঁজিপতি শ্রেণির স্বার্থ সম্পূর্ণ বিপরীত। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায়, যাকে পুঁজিবাদের অনুসারীরা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বলে, সেখানে সব দলই নিজেদের গণতান্ত্রিক দল বলে পরিচয় দেয়। বাস্তবে ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিবাদের বর্তমান প্রতিক্রিয়াশীল যুগে সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমিক-কৃষক সহ সাধারণ মানুষের গণতান্ত্রিক দাবিগুলি তুলে ধরে এবং তা রক্ষার জন্য লড়াই করে একমাত্র শ্রমিক শ্রেণির বিপ্লবী দল। তাই শ্রমিক শ্রেণির দলটি যে শোষিত মানুষের স্বার্থ রক্ষাকারী দল তা প্রকাশ্যে বলতে তার দ্বিধা হয় না। অন্য দিকে শোষক পুঁজিপতি শ্রেণির দল কখনও প্রকাশ্যে স্বীকার করে না যে এটি তাদেরই দল।

নির্বাচনকে এই 'চাঁদা' কী ভাবে প্রভাবিত করে

পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় শ্রমিক শ্রেণির দল এবং পুঁজিপতি শ্রেণির দল সবাইকেই একই শর্ত এবং একই নিয়ম-নীতি মেনে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হয়। এই রকম পরিস্থিতিতে পুঁজিপতি শ্রেণির মদতপুষ্ট শাসক দলগুলি নির্বাচনে নামে পুঁজিপতিদের দেওয়া বিপুল পরিমাণ টাকার ভাণ্ডার নিয়ে। সেই টাকা অবাধে খরচ করেই তারা বড় বড় সভা করে, প্রচার মাধ্যমগুলিতে বিজ্ঞাপন দেয় এবং তাদের বক্তব্য ও প্রতিশ্রুতির কথা, যার অধিকাংশ মিথ্যায় ভরা, সেগুলি ভাড়াটে কর্মীদের দিয়ে জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দেয়। পুঁজিপতিদের পরিচালিত সংবাদমাধ্যমও তাদের তাঁবেদার দলগুলির ব্যাপক প্রচার দিয়ে সামনে নিয়ে চলে আসে। আবার এই টাকা খরচ করেই শাসক দলগুলি আমলাতন্ত্র, নির্বাচন কমিশন, প্রশাসন প্রভৃতি সব কিছুকেই নিয়ন্ত্রণ করে।

শোষিত মানুষের তথা গরিব নিম্নবিত্ত শ্রমিক কৃষকের স্বার্থে যে দল লড়াই করে, শোষিত, দরিদ্র মানুষের থেকে তিল তিল পরিমাণে অর্থ সংগ্রহ করে তার গণআন্দোলন কিংবা নির্বাচনী খরচের তহবিল জোগাড় করতে হয়। শাসক শ্রেণি, শোষক শ্রেণি, পুঁজিপতিরা কখনও শোষিত শ্রেণির দল, শ্রমিক শ্রেণির দলকে অর্থ সাহায্য করতে পারে না। পুঁজিপতি শ্রেণি সেই দলকেই অর্থ সাহায্য করে যে দল তাদের স্বার্থ রক্ষা করে।

এর ফলে শ্রমিক শ্রেণির দল এক অসম লড়াইয়ের সম্মুখীন হয়। পুঁজিপতি শ্রেণির নীতিহীন রাজনীতি অর্থের জোরে, প্রচারের জোরে, ভাড়াটে কর্মী এবং দুষ্কৃতী বাহিনীর জোরে বহু সময়ই প্রতিযোগিতায় এগিয়ে যায়। এই অসম প্রতিযোগিতার মধ্যেও একটি যথার্থ শ্রমিক শ্রেণির দল শ্রেণিসংগ্রামের পতাকাকে উঁচুতে তুলে রেখে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় পুঁজিপতি শ্রেণির একনায়কত্বের বিষয়টি, গণতন্ত্রের নামে আসলে এই ব্যবস্থাটি কী ভাবে পুঁজিপতি শ্রেণিরই পক্ষে কাজ করে তা শোষিত মানুষের সামনে তুলে ধরে তাদের শ্রেণি সংগ্রামে শিক্ষিত করে তোলে।

গণতন্ত্রের নামে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় নির্বাচনকে কার্যত পুঁজিপতি শ্রেণি তথা তাদের সেবাদাস দলগুলির একচ্ছত্র আধিপত্যের স্তরে নামিয়ে আনা হয়েছে। এই অবস্থায় গণতন্ত্রে যে-কারও নির্বাচিত হওয়ার অধিকার বাস্তবে অন্তঃসারশূন্য শ্রুতিমধুর কথা মাত্র। শাসক দলগুলি নির্বাচনী খরচকে যে অস্বাভাবিক অঙ্কে পৌঁছে দিয়েছে কোনও সাধারণ মানুষ বা শ্রমিক শ্রেণির দলের পক্ষে সেই খরচ বাস্তবে সম্ভব নয় বা কষ্টসাধ্য ব্যাপার। শুধু জামানতের খরচই লোকসভায় ২৫ হাজার এবং বিধানসভায় ১০ হাজার টাকা। নির্বাচন কমিশনের অনুমোদনেই কোনও প্রার্থী লোকসভা নির্বাচনে ৯৫ লক্ষ টাকা এবং বিধানসভা নির্বাচনে ৪০ লক্ষ টাকা খরচ করতে পারে। বাস্তবে শাসক দলগুলি হিসাব বর্হিভূত ভাবে এর বহু গুণ খরচ করে এবং তা করে পুঁজিপতিদের দেওয়া টাকাতেই। স্বাভাবিক ভাবেই এই পরিমাণ অর্থ কোনও সৎ সাধারণ মানুষ বা শ্রমিক শ্রেণির দলের পক্ষে খরচ করা কার্যত অসম্ভব। তাই পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় ধনীরা ছাড়া সাধারণ মানুষের নির্বাচিত হওয়ার কোনও সুযোগই কার্যত নেই। এখানে গণতন্ত্রের প্রাণভোমরাটি লুকিয়ে থাকে পুঁজিপতিদের টাকার থলিতে।

বিকল্প নির্বাচন ব্যবস্থা

কিন্তু নির্বাচন মানেই কি এই? এর বিকল্প কোনও নির্বাচন ব্যবস্থা কি নেই যেখানে সাধারণ মানুষ চাইলে অংশ নিতে এবং নির্বাচিত হতে পারে? হ্যাঁ, রয়েছে বিকল্প নির্বাচন ব্যবস্থা। তা রয়েছে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে। সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এক জন সাধারণ শ্রমিকও নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারত। খরচ সেখানে কোনও প্রতিবন্ধক হতে পারত না। কারণ, অর্থনৈতিক অবস্থান নয়, সামাজিক দায়িত্বশীলতাই সেখানে নির্বাচিত হওয়ার প্রধান শর্ত ছিল। এমনকি প্রতিশ্রুতি মতো কাজ না করলে যে কোনও নির্বাচিত সদস্যকে প্রত্যাহার করে নেওয়ার ক্ষমতা নির্বাচকদের ছিল।

পুঁজিবাদী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কার্যত একমাত্র ধনীদেরই নির্বাচিত হওয়ার অধিকার দিয়েছে। তাই লোকসভা এবং বিধানসভাগুলিতে এখন শ্রমিক, কৃষক কিংবা সাধারণ মানুষের কোনও প্রতিনিধির অস্তিত্ব প্রায় নেই। ৯০-৯৫ ভাগ প্রতিনিধিই কোটিপতি কিংবা বহু কোটিপতি। স্বাভাবিক ভাবেই সংসদ-বিধানসভাগুলিতে যে সব আইন বা নীতি পাশ হয় তা সাধারণ মানুষের পরিবর্তে পুঁজিপতিদের স্বার্থই রক্ষা করে। এই পরিস্থিতিতে নির্বাচনী বন্ড বা নির্বাচনী ট্রাস্ট, শুধুমাত্র পুঁজিপতি শ্রেণির স্বার্থরক্ষাকারী দলগুলিকে সুবিধা দিতেই।

সাম্রাজ্যবাদ যত দিন থাকবে তত দিন যুদ্ধের সম্ভাবনাও থাকবে

লেনিন

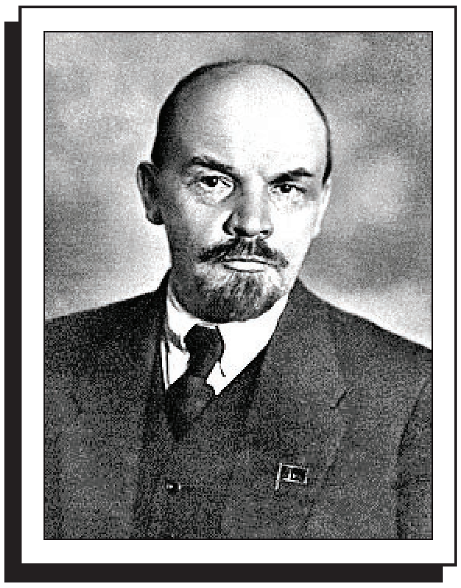

সাধারণভাবে সাম্রাজ্যবাদ গণতন্ত্রকে অস্বীকার করতে চায়, জাতীয় প্রশ্নেও (জাতীয় আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অর্থে) সাম্রাজ্যবাদ গণতন্ত্রকে অস্বীকার করতে চায়, পদদলিত করতে চায়। সাম্রাজ্যবাদ গড়ে উঠলে গণতান্ত্রিক অধিকার অর্জন করা, অর্থাৎ স্বাধীন প্রজাতন্ত্র গঠন, সৈন্যবাহিনীর সৃষ্টি, জনসাধারণের দ্বারা প্রশাসক নির্বাচিত করা এই সমস্ত কিছু একই মাত্রায় এবং একই ভাবে অর্জন করা প্রাক-একচেটিয়া পুঁজিবাদের তুলনায় অনেক বেশি কঠিন হয়ে পড়ে। একচেটিয়া কারবার, ধনকুবের গোষ্ঠী, স্বাধীনতার বদলে শক্তিশালী জাতির দ্বারা ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় ছোট ছোট ও দুর্বল জাতির শোষণ— এইগুলি সাম্রাজ্যবাদের সেই সব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তৈরি করেছে, যা দেখে আমরা তাকে পরজীবী বা ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিবাদ হিসাবে আখ্যায়িত করতে বাধ্য।

অর্থনৈতিক দিক থেকে একচেটিয়া পুঁজিবাদই হল সাম্রাজ্যবাদ। একচেটিয়া পুঁজির চরিত্র সম্পূর্ণ ভাবে অর্জন করতে হলে সমস্ত রকম প্রতিযোগিতার অবসান ঘটাতেই হয় এবং তা শুধু দেশীয় বাজারেই (বিশেষ দেশের) নয়, বিশ্ব জুড়ে বিদেশের বাজারেও ঘটাতে হবে। এই লগ্নিপুঁজির যুগে বিদেশি রাষ্ট্রের বাজারেও সমস্ত প্রতিযোগিতার অবসান ঘটানো কি অর্থনৈতিক দিক থেকে সম্ভব? অবশ্যই সম্ভব। প্রতিদ্বন্দ্বী পুঁজিকে অর্থনৈতিক ভাবে নির্ভরশীল করে তোলা, তার কাঁচামালের উৎসগুলিকে দখল করা এবং এই ভাবে তার সমস্ত শিল্পগুলিকে গ্রাস করার মধ্য দিয়েই তা করা হয়ে থাকে।

মার্কিন ট্রাস্টগুলিই সাম্রাজ্যবাদ অথবা একচেটিয়া পুঁজিবাদকে সর্বশ্রেষ্ঠ রূপে চিহ্নিত করছে। প্রতিদ্বন্দ্বীদের নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার জন্য তারা যে নানা কৌশল অবলম্বন করে তা শুধু অর্থনৈতিক দিকেই সীমাবদ্ধ রাখে না— তারা প্রতিনিয়ত রাজনৈতিক, এমনকি অপরাধমূলক অপকর্মের আশ্রয় নেয়। এই ট্রাস্টগুলি শুধুমাত্র অর্থনৈতিক নানা কৌশল প্রয়োগ করে তাদের একচেটিয়া আধিপত্য কায়েম করতে পারে না, এ রকম ভাবা চূড়ান্ত ভুল হবে। এটা যে বাস্তবে সম্ভব তার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। ট্রাস্টগুলি ব্যাঙ্কসমূহ (ট্রাস্টের মালিকেরা শেয়ার কিনতে কিনতে ধীরে ধীরে ব্যাঙ্কের মালিক হয়ে বসে) নিয়ন্ত্রণ করার দ্বারা প্রতিদ্বন্দ্বীদের নিয়োজিত পুঁজিকে ক্রমাগত দুর্বল করে। তাদের কাঁচামালের সরবরাহ কমিয়ে দেয় (শেয়ার কেনার মাধ্যমে ট্রাস্ট মালিকেরা রেলপথের মালিক হয়ে বসে), কখনও কোনও প্রতিদ্বন্দ্বীকে বরবাদ করে দেওয়ার জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা লোকসান দিয়েও তারা সস্তায় পণ্য বিক্রি করে এবং শেষ পর্যন্ত তার শিল্পকারখানা, কাঁচামালের উৎস (খনি, জমি-জায়গা প্রভৃতি) কিনে নেয়।

এই ভাবে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে ট্রাস্টগুলির ক্ষমতা এবং তাদের সম্প্রসারণ সম্বন্ধে বোঝা যাচ্ছে। আরও বোঝা যাচ্ছে যে, কী ভাবে তারা কারখানা, কাঁচামালের উৎস প্রভৃতি কিনে নেওয়ার দ্বারা সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক পথেই নিজেদের সম্প্রসারণ ঘটাতে থাকে। এক দেশের বৃহৎ লগ্নিপুঁজি রাজনৈতিক ভাবে স্বাধীন অপর কোনও দেশের প্রতিদ্বন্দ্বী পুঁজিগুলোকে এই ভাবে গ্রাস করে ফেলতে পারে এবং প্রতিনিয়ত তা করে থাকে। এটা সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক ভাবেই করা সম্ভব। রাজনৈতিক ভাবে কোনও দেশ অধিকার না করেও অর্থনৈতিক ভাবে সম্পূর্ণ অধিকার করে ফেলা সম্ভব এবং তা ব্যাপক ভাবে করা হয়ে থাকে। সাম্রাজ্যবাদ বিষয়ক নানা পত্রপত্রিকায় প্রায় এ ধরনের উল্লেখ দেখা যায়। যেমন, আর্জেন্টিনা বাস্তবে ব্রিটেনের বাণিজ্যিক উপনিবেশ, বা পর্তুগাল বাস্তবে ব্রিটেনের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল ইত্যাদি। বাস্তবত এগুলো তা-ই। ব্রিটেনের কাছে ঋণ, ব্রিটিশ ব্যাঙ্কগুলোর উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীলতা, রেলপথ, খনি এবং জমিতে ব্রিটিশ মালিকানা প্রভৃতির মাধ্যমে এই দেশগুলোর রাজনৈতিক স্বাধীনতা হরণ না করেও অর্থনৈতিক দিক থেকে ব্রিটেন এই দেশগুলোর উপর অধিকার কায়েম করার ক্ষমতা অর্জন করেছে। জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণ বলতে বোঝায় রাজনৈতিক স্বাধীনতা, সাম্রাজ্যবাদ এই রাজনৈতিক স্বাধীনতাও খর্ব করতে চায়। তার কারণ হল, রাজনৈতিক দখলদারি থাকলে অর্থনৈতিক আধিপত্য বিস্তার অধিকতর সহজ, সস্তা, বেশি সুবিধাজনক এবং অনায়াসলব্ধ হয়ে যায়। যেমন, সহজে উচ্চ পদাধিকারীদের ঘুষ দিয়ে কিনে নেওয়া, নানা সুযোগসুবিধা আদায় করা, সুবিধাজনক আইন প্রণয়ন করিয়ে নেওয়া প্রভৃতি। সেই কারণে সাম্রাজ্যবাদ গণতন্ত্রের বদলে খুবই অল্পসংখ্যক ব্যক্তির শাসন প্রতিষ্ঠা করতে চায়।

সাম্রাজ্যবাদ হল পুঁজিবাদের বিকাশের সর্বোচ্চ স্তর এবং বিংশ শতাব্দীতেই পুঁজিবাদ সেই স্তরে উপনীত হয়েছে। পূর্বতন জাতীয় রাষ্ট্র— যা গড়ে না উঠলে সামন্ততন্ত্রকে উচ্ছেদ করা সম্ভব ছিল না, সেগুলি আজ আর পুঁজিবাদের পক্ষে যথেষ্ট নয়। পুঁজিবাদ কেন্দ্রীকরণকে এমন ভাবে গড়ে তুলেছে যে, শিল্পের সমস্ত শাখা-প্রশাখাগুলিকে ধনকুবেরদের সিন্ডিকেট, ট্রাস্ট ও অ্যাসোসিয়েশন অধিকার করেছে এবং 'পুঁজির সম্রাটরা' হয় উপনিবেশ করে অথবা অন্য দেশগুলিকে অর্থনৈতিক শোষণের হাজার রকমের জালে আটকে প্রায় সমগ্র বিশ্বকেই নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিয়েছে। সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত যে পুঁজিবাদ ছিল জাতীয় মুক্তিদাতা, সেই পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র অর্জন করে এখন জাতির সবচেয়ে বড় উৎপীড়কে পরিণত হয়েছে। আগে যে পুঁজিবাদ ছিল প্রগতিশীল, আজ সে প্রতিক্রিয়াশীল। এই পুঁজিবাদ আজ উৎপাদিকা শক্তিকে এমন একটা স্তরে উন্নীত করেছে যে, উপনিবেশ সৃষ্টি, একচেটিয়া ব্যবস্থা, নানা সুযোগ সুবিধা এবং জাতির উপর সমস্ত রকমের উৎপীড়নের মাধ্যমে পুঁজিবাদকে কৃত্রিম ভাবে বাঁচিয়ে রাখতে গিয়ে মানবসমাজকে হয় বছরের পর বছর, এমনকি কয়েক দশক ধরে 'বৃহৎ শক্তিগুলির' সশস্ত্র সংগ্রামের যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে, নতুবা তারই বিকল্প হিসাবে সমাজতন্ত্রের দিকে যেতে হবে।

(সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ স্তর)

বাংলাদেশ নিয়ে মায়াকান্না থামিয়ে

আয়নায় মুখ দেখুক বিজেপি

বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচার এবং দীপু চন্দ্র দাসের হত্যায় সরকারি ভাবে 'উদ্বেগ' জানিয়েছে ভারতের বিদেশ মন্ত্রক। গণতান্ত্রিক শাসনের অন্যতম শর্ত যখন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষের সুরক্ষা, তাদের আগলে রাখা, তাদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করতে না দেওয়া— তখন মনে হতে পারে বিজেপি সরকার বেশ উচিত কাজই করেছে! কিন্তু ভারতে? কেন্দ্রীয় সরকারি দল বিজেপি কি সেই শর্ত মানে?

তা হলে, বাংলাদেশের আগে নিজেদের ঘরের পরিস্থিতিটাই দেখা যাক। ২০১৪-তে বিজেপি কেন্দ্রীয় সরকারে বসার পর থেকে ২০২৩-এর মধ্যে গোরক্ষার নামে নরহত্যায় প্রাণ গেছে ৫০ জনের বেশি মানুষের। আহত বহু। অধিকাংশই সংখ্যালঘু মুসলিম এবং দলিত। সাম্প্রতিক কালে চলছে মুসলিম অনুপ্রবেশকারী নাম দিয়ে বাংলাভাষী ভারতীয় নাগরিকদের ওপর আক্রমণ, হত্যা, বিনা বিচারে বাংলাদেশে ঠেলে পাঠিয়ে দেওয়া। বিগত ডিসেম্বর মাসেই বিজেপি শাসিত বিহারে গণপিটুনিতে প্রাণ হারানো জামা কাপড়ের ফেরিওয়ালা আতাহার হোসেন এর অন্যতম সংযোজন। উত্তরাখণ্ডে বিজেপি ঘনিষ্ঠ উন্মত্ত বাহিনীর হাতে ত্রিপুরার অ্যাঞ্জেল চাকমার মতো মানুষদের 'চিনা' তকমা দিয়ে অত্যাচার ও হত্যার ঘটনাও আজ আর অজানা নয়। ২৫ ডিসেম্বর বড়দিন পালনের সময় দেশের নানা জায়গায় খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের ওপর আক্রমণের কথাও ভোলা যাচ্ছে না। এ দিকে গো-রক্ষক এবং হিন্দুত্বের চ্যাম্পিয়ানদের হাতেই প্রাণ হারিয়েছেন হরিয়ানার হিন্দু ঘরের কিশোর আরিয়ান মিশ্র, কেরালায় বাংলাদেশি বলে পিটিয়ে খুন করা হয়েছে ছত্তিশগড়ের রাম নারায়ণ বাঘেলকে। গত ডিসেম্বরেই বিজেপি শাসিত আসামে জাতি-গোষ্ঠীগত বৈরিতার কারণে পশ্চিম কার্বি আংলং জেলায় পুড়িয়ে মারা হয়েছে দুই ভারতীয়কে। যাঁরা ধর্মীয় পরিচয়ে হিন্দু এবং বাংলাভাষী। তা হলে বিজেপি শাসন সংখ্যালঘু মুসলিম এবং খ্রিস্টান শুধু নয়, হিন্দুদেরও রক্ষা করছে কি? এই পরিস্থিতিতে যখন আরএসএস-এর অভিভাবকত্বে চলা বিজেপি পরিচালিত উত্তরপ্রদেশ রাজ্য সরকার দাদরির মহম্মদ আখলাকের হত্যায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে মামলাটাই বন্ধ করতে কোর্টে আবেদন করে, তখন কি বলা যায় বিজেপি সংখ্যালঘুদের স্বার্থ রক্ষার জন্য উদগ্রীব? বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের জন্য বিজেপির 'হিন্দু স্বার্থ রক্ষার্থে' ফেলা চোখের জলকে মায়াকান্না ছাড়া আর কিছু বলা যায় কি?

কেন মহম্মদ আখলাকের হত্যা মামলা এ ক্ষেত্রে একটা ভয়ঙ্কর উদাহরণ? কারণ এই হত্যায় অভিযুক্তদের পাশে দাঁড়িয়ে আদালতে তাদের সকলকে ছাড় দিয়ে মামলাটা বন্ধ করতে বলেছে 'গণতান্ত্রিক' 'ধর্মনিরপেক্ষ' ভারতের বিজেপি পরিচালিত উত্তরপ্রদেশ রাজ্য সরকার। এমনকি এই মামলার প্রধান তদন্তকারী অফিসার সুবোধ কুমার সিংকে ২০১৮-তে যারা পুড়িয়ে মেরেছিল, তাদের অন্যতম ছিল আখলাক হত্যার প্রধান অভিযুক্তরাই। উত্তরপ্রদেশ সরকার তারও কোনও বিচার করতে চায় না। ২০১৭-র উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির প্রচারের অন্যতম বিষয় ছিল ওই হত্যাকারীদের 'বীরত্ব'! উত্তরপ্রদেশের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ দাদরিতে প্রচার সভায় এই হত্যাকাণ্ডে অভিযুক্তদের বিশেষভাবে আমন্ত্রণ জানিয়ে তাঁর পাশে মঞ্চে বসিয়ে ভাষণ দিয়েছিলেন। কেন? কারণটা পরিষ্কার— আখলাক থেকে শুরু করে অ্যাঞ্জেল চাকমা সব মিলিয়ে বিজেপির আসল উদ্দেশ্য সংখ্যালঘু বিরোধী বিদ্বেষ ছড়ানো। বাংলাদেশের জন্য 'উদ্বেগটা' এই কাজেই তারা লাগাতে চায়।

আপাতত আদালত উত্তরপ্রদেশ সরকারের মামলা তুলে নেওয়ার আর্জি মানেনি। কিন্তু আজকের ভারতে তাতে নিশ্চিন্ত হওয়ার জো নেই। এই প্রেক্ষিতেই বলতে হয় বাংলাদেশে দীপু চন্দ্র দাসকে পিটিয়ে হত্যা এবং তার দেহটা প্রকাশ্যে পুড়িয়ে দেওয়ার ঘটনার প্রতিবাদ করাটা কর্তব্য হলে, একই সাথে মহম্মদ আখলাকের খুনিদের

ছয়ের পাতায় দেখুন

শিক্ষা বাঁচানোর দাবিতে সভা কৃষ্ণনগরে

১১ জানুয়ারি সেভ এডুকেশন কমিটির পক্ষ থেকে কৃষ্ণনগরে জাতীয় শিক্ষানীতি বনাম জনগণের শিক্ষানীতি বিষয়ে মতবিনিময় সভায় উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক ডঃ মৃদুল দাস। তিনি বাঙ্গালোরে আসন্ন জনগণের সংসদে সমস্ত স্তরের শিক্ষক-অধ্যাপক-শিক্ষাবিদদের শামিল হওয়ার আহ্বান জানান। শহরের বহু বিশিষ্ট মানুষ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

বাঙ্গালোরে অনুষ্ঠিত হতে চলা জনগণের পার্লামেন্ট কর্মসূচির প্রচারে পূর্ব মেদিনীপুরের নিমতৌড়িতে সভা। ৪ জানুয়ারি

পরিযায়ী শ্রমিকদের বিক্ষোভ

ওড়িশা সহ বিভিন্ন রাজ্যে বাংলাভাষী পরিযায়ী শ্রমিকদের বিতাড়ন ও নিপীড়ন বন্ধ, সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, এসআইআর-এর অজুহাতে ভোটার তালিকা থেকে পরিযায়ী শ্রমিকদের নাম বাদ দেওয়ার ষড়যন্ত্র রোধ ও শুনানিতে ভিন রাজ্যে থাকা পরিযায়ী শ্রমিকের পক্ষে পরিবারের সদস্যের প্রতিনিধিত্ব করার অধিকার সহ ৬ দফা দাবিতে ৬ জানুয়ারি এআইইউটিইউসি অনুমোদিত অল ইন্ডিয়া মাইগ্র্যান্ট ওয়ার্কার্স অ্যাসোসিয়েশনের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে রাজ্যপাল, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য শ্রমদপ্তর ও রাজ্য নির্বাচন কমিশনের দপ্তরে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে সংক্ষিপ্ত সভার পর মিছিল শুরু হয়ে ধর্মতলার ওয়াই চ্যানেলে পৌঁছায়। সেখানে সভায় বক্তব্য রাখেন এআইইউটিইউসি রাজ্য সম্পাদক অশোক দাস। বক্তব্য রাখেন অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য সভাপতি জয়কৃষ্ণ হালদার, সম্পাদক জয়ন্ত সাহা প্রমুখ। শেষে জয়কৃষ্ণ হালদার, জয়ন্ত সাহা, সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য প্রবীর দে-র নেতৃত্বে তিনটি প্রতিনিধি দল উল্লেখিত ৪ দপ্তরে ডেপুটেশন দেয়।

উল্লেখ্য, সংগঠনের ডেপুটেশন ও আন্দোলন সহ সকল শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের দাবির চাপে নির্বাচন কমিশন এসআইআর-এর শুনানিতে অন্য রাজ্যে থাকা পরিযায়ী শ্রমিক সহ সকল নির্বাচকের পক্ষে পরিবারের সদস্যের উপস্থিত থাকার অধিকার দিতে বাধ্য হয়।

ভেনেজুয়েলায় মার্কিন হানাদারি

একের পাতার পর

মাদুরো-সরকারকে অপসারণের হুমকি, মিথ্যা অজুহাত তুলে দেশটিকে বিপন্ন ও অস্থির করে তোলার অপচেষ্টা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ দীর্ঘদিন ধরে চালিয়ে আসছে। বার বার অবরোধ জারি করে অর্থনীতিকে বেশ খানিকটা বিপর্যস্ত করে দিতে পারলেও এত দিন পর্যন্ত ভেনেজুয়েলাকে বশংবদ বানাতে পারেনি আমেরিকা। শেষ পর্যন্ত সেখানকার রাষ্ট্রপ্রধানকে বন্দি করতে সরাসরি হামলা চালানোর ছক কষেছেন ট্রাম্প।

কেন ভেনেজুয়েলা

ভেনেজুয়েলাকে কেন এ ভাবে মুঠোয় পুরতে চাইছে আমেরিকা? ভেনেজুয়েলার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট হুগো শ্যাভেজ মন্তব্য করেছিলেন যে, খনিজ তেল তথা পেট্রোলিয়াম কেবল একটা পণ্য নয়, এ হল একটি ভূ-রাজনৈতিক হাতিয়ার। বিশ্বের সবচেয়ে বেশি তেলসমৃদ্ধ দেশ ভেনেজুয়েলা। গোটা বিশ্বের মোট তেলভাণ্ডারের ১৭ শতাংশ রয়েছে এই দেশের দখলে। পাশাপাশি সে দেশে রয়েছে সোনা ও বিরল মৃত্তিকা মৌলের বিপুল সমাহার। এক সময় এক্সনমোবিল, গাল্ফ অয়েল ইত্যাদি মার্কিন তেলসংস্থার বিপুল পরিমাণ বিনিয়োগ ছিল ভেনেজুয়েলায়। কিন্তু হুগো শ্যাভেজের নেতৃত্বে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সরকার কায়েম হওয়ার পর ২০০৭ সালে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট হুগো শ্যাভেজ সে দেশের তেলসম্পদ জাতীয়করণ করেন। ব্যবসা লাটে ওঠে মার্কিন বহুজাতিক কোম্পানিগুলির। এ দিকে দ্বিতীয়বার প্রেসিডেন্ট হওয়ার আগে ট্রাম্প সাহেব আমেরিকার অর্থনীতিকে শক্তিশালী বানানোর যত প্রতিশ্রুতিই দিন না কেন, বেকারি, মূল্যবৃদ্ধির মতো সমস্যায় আমেরিকার অর্থনীতি যথেষ্ট জেরবার। রেটিংয়ের হিসাবে দেখা যাচ্ছে, ট্রাম্পের জনপ্রিয়তাও গত এক বছরে বেশ খানিকটা কমেছে। এ দিকে এ বছর বেশ কয়েকটি স্থানীয় নির্বাচন তো রয়েছেই, আবার ২০২৮-এ প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের মহাক্ষণও এগিয়ে আসছে। এই অবস্থায় একদিকে ভেনেজুয়েলায় মার্কিন বহুজাতিক পুঁজির ব্যবসা নতুন করে কায়েম করা, অন্য দিকে পেট্রোলিয়াম সহ বিপুল খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ দেশটিকে বশে এনে নিজের সর্বশক্তিমান ভাবমূর্তি বজায় রাখার উদ্দেশ্য কাজ করেছে ট্রাম্প সাহেবের এই কাপুরুষোচিত হামলার পিছনে।

কেন আশঙ্কিত আমেরিকা

ল্যাটিন আমেরিকার বেশ কয়েকটি দেশকে নিজের ক্ষমতার বৃত্তের ভিতরে আনতে সক্ষম হলেও কিউবার মতো ভেনেজুয়েলা দেশটিও এখনও পর্যন্ত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্যের বিরুদ্ধে নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে পেরেছে। শুধু তাই নয়, বর্তমানে আমেরিকার বিশ্বজোড়া আধিপত্যের সামনে চ্যালেঞ্জ হিসাবে মাথা তুলছে যে চিন ও রাশিয়া, ভেনেজুয়েলা তাদের সঙ্গে সম্পর্ক ক্রমাগত ঘনিষ্ঠ করেছে। এমনকি আমেরিকার জারি করা অবরোধের তোয়াক্কা না করে মূলত চিন ও রাশিয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের জোরে ভেনেজুয়েলা তার খনিজ তেল বিক্রির মাধ্যম হিসাবে ডলারকে হঠিয়ে ইউয়ান, রুবল ও ইউরোকে বেছে নিয়েছে। এতে খানিকটা হলেও ধাক্কা খেয়েছে বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে ডলারের বিশ্বজোড়া আধিপত্য। এখানেই ভয় ট্রাম্পের।

পূর্ব মেদিনীপুরের কাঁথিতে বিক্ষোভে ট্রাম্পের কুশপুতুলে আগুন দিচ্ছেন রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য। ৪ জানুয়ারি

চিন-ভেনেজুয়েলা ঘনিষ্ঠতা

এমনিতেই আমেরিকার খনিজ তেলের নিজস্ব সঞ্চয় কমতে থাকা এবং তেলের জন্য মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলির উপর অতিরিক্ত নির্ভরতার কারণে ট্রাম্প প্রশাসন চাপের মুখে। এ দিকে ২০২৪-’২৫-এর তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে, জল, বাতাস, সৌরশক্তি ইত্যাদি ব্যবহার করে পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির পরিমাণে চিন ছাপিয়ে গেছে আমেরিকাকে। এর পাশাপাশি চিনা পণ্যে ছেয়ে যাচ্ছে গোটা বিশ্বের বাজার, যা আমেরিকাকে দুশ্চিন্তায় ফেলেছে।

১৯৯৯ সালে ভেনেজুয়োলর প্রেসিডেন্ট হয়ে হুগো শ্যাভেজ ধীরে ধীরে চিনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়ে তোলেন। ১৯৯৯-২০১০— এই ১১ বছরে অন্তত ছ’বার চিন সফর করেছেন শ্যাভেজ এবং চিন ক্রমে ভেনেজুয়েলার স্ট্র্যাটেজিক পার্টনার হিসাবে জায়গা করে নিয়েছে। পরবর্তীকালে প্রেসিডেন্ট মাদুরোও চিন এবং রাশিয়ার সঙ্গে ভেনেজুয়েলার ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়েছেন। খনিজ তেলের বিনিময়ে ভেনেজুয়েলাকে বিপুল পরিমাণ ঋণ দিয়েছে চিন, সে দেশের পরিকাঠামো নির্মাণ ও উন্নয়নে বিপুল পরিমাণ পুঁজিও বিনিয়োগ করেছে তারা। পাশাপাশি আমেরিকার হুমকি উপেক্ষা করে রাশিয়ার সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রেখেছে ভেনেজুয়েলা। দুই দেশের মধ্যে খনিজ তেল, উৎপাদিত পণ্য ও অস্ত্রশস্ত্রের বিপুল বিনিময় চলেছে।

বেপরোয়া হয়ে উঠেছে আশঙ্কিত আমেরিকা

এমনিতেই বিশ্বে নিজের এক নম্বর অবস্থান হারিয়ে ফেলার আশঙ্কায় ভুগছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ। এর উপর তার নাকের ডগায় বসে ঘরের পাশের দেশ ভেনেজুয়েলায় চিন-রাশিয়ার এমন দাপাদাপি এবং খোদ ভেনেজুয়েলার এতখানি স্পর্ধা সহ্য হয়নি ট্রাম্প সাহেবের। গোটা বিশ্বের চোখে নিজের দস্যু-ভাবমূর্তি আরও পাকাপোক্ত হয়ে ওঠার আশঙ্কা উপেক্ষা করে নিতান্ত বেপরোয়া হয়েই রাতের অন্ধকারে গোপনে কাপুরুষের মতো ভেনেজুয়েলায় হামলার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।

সাম্রাজ্যবাদের দানবিক মুখ

বাস্তবে সাম্রাজ্যবাদ আজ এমন বেপরোয়া দানবিক চেহারাই নিয়েছে। ইরাক, আফগানিস্তান, লিবিয়ার মতো দেশগুলিতে মিথ্যা অজুহাতে বছরের পর বছর ধরে নৃশংস আগ্রাসন চালিয়ে, গাজায় শিশু সহ কয়েক লক্ষ মানুষকে হত্যা করে আমেরিকা আজ স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, সাম্রাজ্যবাদী মুনাফার স্বার্থে আজ কোনও অপরাধেই সে পিছপা নয়। বলা বাহুল্য, সমাজতান্ত্রিক শিবিরের অনুপস্থিতির কারণেই সাম্রাজ্যবাদের আজ এই বাড়বাড়ন্ত। সোভিয়েত ইউনিয়ন সহ পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিতে প্রতিবিপ্লবের মাধ্যমে পুঁজিবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হওয়ায় যাঁরা ভেবেছিলেন, এত দিনে বিশ্ব জুড়ে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হল, সাম্রাজ্যবাদের এই দানবিক মুখ এখন তাঁদের বিদ্রুপ করছে!

চিন-রাশিয়ার লজ্জাজনক ভূমিকা

যে ভেনেজুয়েলার সঙ্গে চিন ও রাশিয়া ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে যুক্ত, সেখানে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের এই ঘৃণ্য হামলার বিরুদ্ধে তারা সরব হবে— স্বাভাবিক ভাবে মানুষ এমনই ভেবেছিল। কিন্তু এই দুটি দেশই স্রেফ মার্কিন হামলার নিন্দা করে বিবৃতি দিয়েই দায়িত্ব সেরেছে। বাস্তবে চিন এবং রাশিয়া সমাজতন্ত্র ত্যাগ করে আজ নিজেরাই পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী দেশে পরিণত হয়েছে। তাই নিজেদের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করে ভেনেজুয়েলার পক্ষে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে তারা রাজি নয়।

ভারতেও জনগণের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী দীর্ঘ ঐতিহ্য সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে ভেনেজুয়েলায় মার্কিন হামলার নিন্দা করার সাহসটুকু পর্যন্ত দেখাতে পারল না কেন্দ্রের বিজেপি সরকার, শুধু উদ্বেগ প্রকাশ করেই দায় সারল। স্পষ্ট হল, প্রধানমন্ত্রীর ‘৫৬ ইঞ্চি ছাতি’ শুধু দেশের নাগরিকদের একটার পর একটা গণতান্ত্রিক অধিকার হরণের অস্ত্র আর ভোটের সময়ে দলীয় প্রচারের হাতিয়ার। দেশের একচেটিয়া পুঁজির সেবাদাস কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকার আদানি-আম্বানিদের মুনাফার স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হওয়ার ভয়ে আমেরিকার সঙ্গে সখ্যতা বজায় রাখাকেই শ্রেয় মনে করেছে।

প্রতিবাদ গড়ে তুলতে হবে জনসাধারণকেই

আশার কথা, বিশ্বের দেশে দেশে সাধারণ মানুষ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ভেনেজুয়েলায় নির্লজ্জ হানাদারির বিরুদ্ধে প্রবল ভাবে সোচ্চার হয়েছে। অবিলম্বে প্রেসিডেন্ট মাদুরোকে দেশে ফেরানোর দাবিতে ভেনেজুয়েলায় প্রতিদিন বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন সেখানকার নাগরিকরা। যুদ্ধজোট ন্যাটোভুক্ত ইউরোপের দেশে দেশেও হাজার হাজার মানুষ প্রতিদিন এই অন্যায় হামলার বিরুদ্ধে পথে নামছেন। খোদ আমেরিকায় শহরে শহরে প্রেসিডেন্ট মাদুরোর অন্যায় অপহরণের বিরুদ্ধে পথে নামছেন মার্কিন নাগরিকরা। ভারতেও এসইউসিআই(কমিউনিস্ট) ঘটনার সংবাদ পাওয়া মাত্র গোটা দেশ জুড়ে রাজ্যে রাজ্যে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখিয়েছে, ট্রাম্পের কুশপুতুল পুড়িয়েছে। অন্যান্য বামপন্থী দলগুলির সঙ্গে যৌথ ভাবেই দেশ জুড়ে প্রতিবাদে শামিল হয়েছে এসইউসিআই(সি)।

সাম্রাজ্যবাদের এই বেপরোয়া ও দানবিক আক্রমণ রুখতে এ ভাবেই আজ পথে নামতে হবে জনসাধারণকে। বিশ্বজোড়া সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামী আন্দোলন গড়ে তুলে তাকে শক্তিশালী করতে হবে। সেই আন্দোলনের আঘাতেই প্রতিহত হবে ঘৃণ্য সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন।

ডিএলসি অফিসে পরিচারিকাদের বিক্ষোভ

সরকার নির্ধারিত ন্যূনতম বেতন নিশ্চিত করা, সবেতন সাপ্তাহিক ছুটি, বিনামূল্যে সামাজিক সুরক্ষা যোজনাতে সকল পরিচারিকাকে অন্তর্ভুক্ত করার সব রকম জটিলতা দূর করা, এক মাসের বেতন বোনাস হিসাবে পাওয়া, কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা ও সম্মানজনক পরিবেশ নিশ্চিত করা সহ ৯ দফা দাবিতে সারা বাংলা পরিচারিকা সমিতির পক্ষ থেকে জেলা শ্রমদফতরে ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

পশ্চিম মেদিনীপুর ঃ জেলা কমিটির পক্ষ থেকে ৭ জানুয়ারি খড়গপুর শহরে ডেপুটি লেবার কমিশনারের অফিসে বিক্ষোভ দেখানো হয় ও ডেপুটেশন দেওয়া হয়। মিছিল করে ডিএলসি অফিসে পৌঁছে শতাধিক পরিচারিকার বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সমিতির রাজ্য সহসভাপতি ভবানী চক্রবর্তী, সম্পাদক জয়শ্রী চক্রবর্তী প্রমুখ। ডিএলসি দাবিগুলির যৌক্তিকতা স্বীকার করেন এবং বিনামূল্যে সামাজিক সুরক্ষা যোজনা ছবি এম এস এস ওয়াই-তে সকল পরিচারিকাকে অন্তর্ভুক্ত করার সব রকম জটিলতা দূর করার আশ্বাস দেন।

পূর্ব মেদিনীপুর ঃ জেলা কমিটির পক্ষ থেকে জেলা শ্রম দপ্তরের জয়েন্ট লেবার কমিশনারের কাছে ডেপুটেশনে শ্রমমন্ত্রীর উদ্দেশে কয়েকশো পরিচারিকার স্বাক্ষর সম্বলিত দাবিপত্র পেশ করা হয়। কমিশন দাবিগুলির সঙ্গে একমত হন এবং দাবিপত্রটি শ্রমমন্ত্রীর কাছে পাঠাবেন বলে কথা দেন। নেতৃত্ব দেন অঞ্জলি মান্না, অসীমা পাহাড়ী, মণিকা সামন্ত, রমা দাস, রীতা ওঝা প্রমুখ।

বাইক ট্যাক্সি চালকদের দাবি পেশ পরিবহণ মন্ত্রীকে

এআইইউটিইউসি অনুমোদিত কলকাতা সাবার্বান বাইক ট্যাক্সি অপারেটরস ইউনিয়নের পক্ষ থেকে বাইক ট্যাক্সি চালকদের বিভিন্ন দাবিতে পরিবহণমন্ত্রীকে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। বাইক ট্যাক্সি চালকদের পরিবহণ শ্রমিকের স্বীকৃতি দিয়ে সামাজিক সুরক্ষা যোজনায় অন্তর্ভুক্ত করা, এগ্রিগেটর বা সার্ভিস প্রোভাইডারদের নিয়ন্ত্রণে এনে যাত্রী সুরক্ষা নিশ্চিত করা, বাইক ট্যাক্সি পরিষেবাতে রেজিস্ট্রিকৃত বাইক ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা সহ দশ দফা দাবিতে পরিবহণ দপ্তর অভিযানের ডাক দেওয়া হয়েছিল।

গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউতে জমায়েত হয়ে শতাধিক চালক বাইক নিয়ে মিছিল করে পরিবহণ দপ্তরের সামনে যায়। পুলিশ বাধা দিলে তারা ওখানেই সভা পরিচালনা করে। পরে সম্পাদক দেবু সাউয়ের নেতৃত্বে পাঁচ জনের প্রতিনিধি দল ডেপুটেশন দিতে যায়। পরিবহণ মন্ত্রী না থাকায় পরিবহণ ডিরেক্টর অরিন্দম মুখার্জী স্মারকলিপি গ্রহণ করেন এবং ১০ দফা দাবির যৌক্তিকতা মেনে নেন। এই দাবিগুলির ভিত্তিতে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন বলে আশ্বাস দেন।

বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সভাপতি শান্তি ঘোষ, সহ-সভাপতি মলয় পাল একাধিক বাইক ট্যাক্সি চালক। তাঁরা বলেন, পরিবহণ বিধি অমান্যকারী সার্ভিস প্রোভাইডারদের বিরুদ্ধে রাজ্য সরকারের পরিবহণ দপ্তর কেন কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করছে না এ প্রশ্নে শান্তি ঘোষ বলেন, দাস ব্যবস্থার মতো আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়ে অ্যাপ ক্যাবের মালিকরা বাইক চালকদের আইডি ব্লক করে দিচ্ছে। পথ দুর্ঘটনায় পীড়িত যাত্রী ও চালকের চিকিৎসা ও ভরণপোষণের কোনও দায়িত্ব গ্রহণ করছে না। সর্বোপরি সামাজিক সুরক্ষা যোজনায় অন্তর্ভুক্ত করার সুযোগ থাকলেও সার্ভিস প্রোভাইডাররা সেই সুযোগ বাইক চালকদের না দিয়ে অনথিভুক্ত বাইক হায়ার করে যাত্রী নিরাপত্তা বিঘ্নিত করে চলেছে। দ্রুত দাবিগুলি মেনে নেওয়ার আবেদন জানান তিনি।

শিলাবতী নদী সংস্কারের কাজ দ্রুত করার দাবি

ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের অন্তর্গত শিলাবতী নদী সংস্কারের প্রথম পর্যায়ের ২৩ কিলোমিটার অংশের কাজ শুরু হলেও এক মাসে এক কিলোমিটারের কাজও সম্পূর্ণ হয়নি। রামদেবপুর ও সুজানগরের কাছে দুটি ক্রসবাঁধ এবং সুজানগরের কাছে সামান্য মাটি তোলা হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে ১৪.১ কিলোমিটার অংশ সংস্কারের জন্য একটি ক্রসবাঁধ দেওয়া হয়েছে।

অন্য দিকে ঘাটাল শহর সংলগ্ন স্থানে গত ৭-৮ দিন পন্টুনের সাহায্যে খানিকটা মাটি তোলা হচ্ছে। সব মিলিয়ে কাজের গতি খুবই শ্লথ। ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান রূপায়ণ সংগ্রাম কমিটি দপ্তরের আধিকারিকদের কাজের গতি বাড়ানোর দাবি জানিয়েছে।

জন্মশতবর্ষে ঋত্বিক-সলিল স্মরণ

প্রবাদ-প্রতিম চলচ্চিত্রকার ঋত্বিক ঘটক, গীতিকার ও সুরকার সলিল চৌধুরীর জন্মশতবর্ষ স্মরণে ৩০ ডিসেম্বর মেছেদা পাঁচ মাথার মোড়ে ঐকতান সঙ্গীত গোষ্ঠী, আগামী সাহিত্য পত্রিকা, মেছেদা বহ্নিশিখা এবং প্রোগ্রেসিভ ফিল্ম সোসাইটির উদ্যোগে ঋত্বিক-সলিল স্মরণ সন্ধ্যা অনুষ্ঠিত হয়।

দুই মহান শিল্পী স্মরণে কাবিতা, সংলাপ, সঙ্গীতের মূর্ছনা শ্রোতাদের মন ছুঁয়ে যায়। দুই শিল্পীর জীবন সংগ্রাম ও শিল্পী সত্তার নানা দিক আলোচনা করে আজকের পাথেয় কী এই সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন বিপ্লবী জনমত পত্রিকার লেখক ইরফান আলি। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন ঐকতান সঙ্গীত গোষ্ঠীর পক্ষে বিদিশা জানা।

জম্মুর মেডিকেল কলেজ বন্ধের সিদ্ধান্ত সাম্প্রদায়িক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ঃ এআইডিএসও

এআইডিএসও-র সাধারণ সম্পাদক শিবাশিস প্রহরাজ ৯ জানুয়ারি এক বিবৃতিতে 'জম্মুর 'শ্রী মাতা বৈষ্ণোদেবী ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল এক্সেলেন্স'-এর স্বীকৃতি বাতিল করার ন্যাশনাল মেডিকেল কমিশন (এনএমসি)-র সিদ্ধান্তের তীব্র সমালোচনা করে বলেছেন,

আমরা মনে করি এটি একটি সাম্প্রদায়িক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত পদক্ষেপ যেখানে এনএমসি-কে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। বেশ কিছু হিন্দু মৌলবাদী গোষ্ঠী কলেজে ভর্তি হওয়া মুসলিম শিক্ষার্থীদের অনুপাত নিয়ে আপত্তি তুলে বিক্ষোভ দেখানোর পর, এনএমসি ন্যূনতম মানের অভাবের অজুহাত দেখিয়ে এই পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। মনে রাখা প্রয়োজন যে, ভর্তি প্রক্রিয়াটি কোনও খামখেয়ালি নির্বাচন ছিল না, বরং নিট-এর মেধা তালিকার ভিত্তিতে হয়েছিল। বিজেপি-ও এই ভর্তি প্রক্রিয়া বাতিল করার জন্য কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের উপ-রাজ্যপালের কাছে স্মারকলিপি জমা দিয়েছিল। যেখানে একটি সরকারের অগ্রাধিকার হওয়া উচিত আরও বেশি নতুন মেডিকেল কলেজ খোলা এবং ন্যূনতম মান বজায় রাখার জন্য দৃঢ় পদক্ষেপ নেওয়া, সেখানে এমবিবিএস কোর্স শুরুর অনুমতি দেওয়ার এক বছরের মধ্যেই কলেজটি বন্ধ করে দেওয়া দেশের প্রতিটি চিন্তাশীল মানুষের মনে সরকারি অভিসন্ধি সম্পর্কে সন্দেহ দেখা দিয়েছে।

এআইডিএসও এই মেডিকেল কলেজ বন্ধের সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছে এবং দেশের সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে ছাত্রসমাজকে শাসক দলের এই ছাত্র-বিরোধী ও শিক্ষাবিরোধী সাম্প্রদায়িক পদক্ষেপের বিরুদ্ধে আন্দোলনে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাচ্ছে।

মেছেদায় শিশু কিশোর সম্মিলনী

শিশু-কিশোরদের মোবাইল গেমে আসক্তি কমাতে, বর্তমান ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ইঁদুর দৌড় প্রতিযোগিতা থেকে শিশুদের মুক্ত করে প্রাণোচ্ছল হাসিতে, গান, আবৃত্তি, হারিয়ে যাওয়া খেলাধুলার স্বাদ ফিরিয়ে দিতে ১১ জানুয়ারি শিশু-কিশোরদের নিয়ে সম্মিলনী অনুষ্ঠিত হল। সকালে মেছেদার বিদ্যাসাগর শিশু উদ্যানে প্যারেড, পিটি, ব্যায়াম খেলাধুলার পর নেতাজি পল্লির কাছে ডি এম এলটি বিল্ডিং-এর মাঠে ছবি আঁকা ও যেমন খুশি গান, কবিতা, আবৃত্তি, মনীষী চর্চার মধ্য দিয়ে শিশুরা মেতে ওঠে। শিশু-কিশোরদের জন্য দুপুরে পুষ্টিকর খাবারের ব্যবস্থা ছিল। শ'খানেক শিশু কিশোরদের জমায়েতের এই কর্মসূচিতে উত্তম পাড়ুই, শুভজিৎ অধিকারী, ঋভু মাজী, সুরজিৎ মণ্ডল, রিতম দিন্ডা উপস্থিত ছিলেন। অভিভাবকরা এমন কর্মসূচির জন্য উদ্যোক্তাদের ধন্যবাদ জানান।

মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি

একের পাতার পর

আপনার সরকারের পক্ষ থেকে এই স্বাস্থ্যকর্মীদের কাজের বার বার ভূয়সী প্রশংসা করা হয়েছে। কিন্তু সরকারি স্বাস্থ্যক্ষেত্রে কাজ করলেও তাঁদের সরকারি কর্মীর স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি এবং তাঁদের ন্যায়সঙ্গত দাবিগুলি মেনে নেওয়া হয়নি। গত ৭ জানুয়ারি স্বাস্থ্য ভবনে স্বাস্থ্য সচিব নারায়ণস্বরূপ নিগম সহ আধিকারিকেরা অন্য দাবি সম্পর্কে সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনার আশ্বাস দিলেও বেতন সম্পর্কে কোনও আলোচনা করেননি। তাঁরা বলছেন, এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন একমাত্র আপনি এবং আপনার মন্ত্রিসভা।

আমরা কর্মবিরতি শুরুর আগের দিন ২২ ডিসেম্বর আপনাকে এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার জন্য অনুরোধ জানিয়ে চিঠি পাঠিয়েছিলাম। আবার ৬ জানুয়ারি চিঠি পাঠিয়ে সমস্যা সমাধানের জন্য অনুরোধ জানিয়েছিলাম। কিন্তু এখনও পর্যন্ত সমস্যার সমাধান হয়নি।

এই অবস্থায় এআইইউটিইউসি রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে কোটি কোটি গরিব ও সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য পরিষেবার স্বার্থে আপনার কাছে অনুরোধ, আশাকর্মী ও পৌর স্বাস্থ্যকর্মীদের বেতন (রাজ্য সরকার প্রদত্ত ফিক্সড অনারারিয়াম) বৃদ্ধির ঘোষণা করে তাঁদের কর্মবিরতির কর্মসূচি থেকে বিরত করার বাস্তব অবস্থা তৈরি করে গ্রাম-শহরের স্বাস্থ্য পরিষেবা স্বাভাবিক করার ব্যবস্থা করবেন।

পাঠকের মতামত

হয়রানির এসআইআর

শীত জাঁকিয়ে নেমেছে। এই সময় এসআইআরের শুনানি শুরু হয়েছে এই বঙ্গে। শুনানিতে ছুটছেন কেউ চাষ ফেলে, কেউ বা অসুস্থ শরীরে, প্রসব যন্ত্রণা নিয়ে। বয়সের ভারে ন্যুব্জদেরও রেহাই নেই। রেহাই নেই যারা দিন আনে দিন খায়, দিনমজুরিতে সংসার চালায়। প্রবল ঠাণ্ডায় অসুস্থ নবতিপর বৃদ্ধকে অ্যাম্বুলেন্সে যেতে হচ্ছে শুনানি কেন্দ্রে, পক্ষাঘাতগ্রস্তকে সন্তানের কাঁধে ভর দিয়ে সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠতে হচ্ছে। হাসপাতালে ভর্তি রোগীকে টেনে আনতে হচ্ছে, ক্যাথিটার লাগানো অবস্থায় হাজির হতে হচ্ছে শুনানি কেন্দ্রে। নাতির কোলে শুনানিতে ৯১ বছরের বৃদ্ধাও। পরিযায়ী শ্রমিকরা, দূরে কর্মরতরা বুঝতে পারছেন না কী করে শুনানির ডাকে তাঁরা সাড়া দেবেন।

যেখানে শুনানি চলছে সেখানকার পরিবেশও উপস্থিত সবার পক্ষে অনুকূল নয়। বসার জায়গা, ব্যবহারযোগ্য শৌচাগার, পানীয় জলের ব্যবস্থা সর্বত্র সবার জন্য নেই বলে সংবাদে প্রকাশ। শুনানির নামে এই হয়রানি তীব্র অত্যাচারের রূপ নিয়েছে।

এনুমারেশন ফর্ম নিয়ে বিএলও-রা বাড়ি বাড়ি গেলেন। অথচ শুনানিতে সংখ্যাটা অনেক কম হওয়া সত্ত্বেও কাউকে বা কোনও টিমকে নিয়োগ করা হ'ল না কেন যিনি এঁদের কাছে গিয়ে সঠিক তথ্য যাচাই করবেন? তা ছাড়া সশরীরে উপস্থিতিকেই বা কেন বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে? প্রয়োজনীয় নথি নিয়ে অন্য কেউও তো শুনানিতে যেতে পারেন। নাগরিকত্ব চলে যাওয়ার বিষময় পরিণাম অল্পবিস্তর সবাই জানেন বিগত দিনের বিভিন্ন ঘটনা থেকে। সেই আবহের গর্ভে এখানে বস্তুত সবাইকে সন্ত্রস্ত করা হচ্ছে তাদের নাগরিকত্ব প্রমাণ করার জন্য। বিজেপির নেতা-মন্ত্রীরা নির্বাচন কমিশনকে এ ব্যাপারে বাস্তবে তাঁদের শাখা সংগঠন হিসাবে ব্যবহার করছেন। তাঁদের আস্ফালন মতুয়া সম্প্রদায় সহ সংশ্লিষ্ট সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে আতঙ্ক বহু গুণ বৃদ্ধি করেছে। যেটা প্রমাণ করার দায়িত্ব রাষ্ট্রের সেটা চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে নাগরিকদের উপর। যিনি ইতিমধ্যে ভোট দিয়েছেন, ভোটার কার্ড বা এপিকের মালিক হয়েছেন, তাঁকেই বলা হচ্ছে তুমি প্রমাণ কর তুমি এ দেশের নাগরিক! ভেবে দেখা হচ্ছে না, প্রশ্ন তোলা হচ্ছে না, নাগরিক ছাড়া তিনি বা তাঁরা ভোটার হলেন কী করে?

বিষয়টার আরও একটু গভীরে যাওয়া যাক। 'দি রিপ্রেজেন্টেটিভ অফ দি পিপল অ্যাক্ট, ১৯৫০'-এর ১৬ ধারায় পরিষ্কার বলা হয়েছে, একজন ব্যক্তি যদি ভারতের নাগরিক না হন তা হলে তার নাম ভোটার লিস্টে উঠবে না। অথচ দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলছেন, সব ভোটারদের নাগরিক হিসাবে গণ্য করা যাবে না। তাঁর মতে, 'পকেটে ভোটার কার্ড বা আধার কার্ড যাই থাকুক তা প্রমাণ করবে না আপনি আমি এ দেশের নাগরিক' (আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৮-১২-২০১৯)।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কথা যদি সঠিক হয়, তাহলে এটা তো নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, নাগরিক এবং অনাগরিকদের দ্বারা নির্বাচিত এই সরকার। সে কারণে এ সরকার অবৈধ সরকার। সেই সরকার কি নাগরিকত্ব, ভোটার হওয়ার আইন সহ যে কোনও আইন প্রণয়ন করতে পারে? সংবিধান অনুযায়ী, নাগরিকদের দ্বারা নির্বাচিত সরকারই দেশ চালাবে, আইন প্রণয়ন করবে। এখানে কিন্তু তা হচ্ছে না। সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে সাধারণ বিচারবোধও হারিয়ে ফেলেছেন নেতা-মন্ত্রীরা। এখন পরিষ্কার যে এই বিচারবোধ হারিয়েই তাঁরা বীরভূমের অন্তঃসত্ত্বা সুনালি খাতুনকে অনাগরিকের তকমা দিয়ে জোর করে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। অসীম দুর্ভোগ সয়ে ৬ মাস কাটিয়ে অবশেষে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে দেশের মাটিতে পা রাখতে পেরেছেন তিনি। সরকার তার পরাজয় আড়াল করতে বলেছে, মানবিকতার কারণে সুনালিদের ফিরিয়ে আনা হবে। প্রশ্ন রইল— সুপ্রিম কোর্ট বলার আগে কোথায় ছিল এই মানবিকতা?

গৌরীশঙ্কর দাস, সাঁজোয়াল, খড়গপুর

আয়নায় মুখ দেখুক বিজেপি

তিনের পাতার পর

পাশে দাঁড়ানোর জন্য বিজেপি সরকারকে ধিক্কার জানানোটাও কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। দুটি হত্যায় একই ভাবে কেউ উদ্বিগ্ন না হলে বুঝতে হবে— বাংলাদেশের সংখ্যালঘু অংশের জনগণের স্বার্থ রক্ষা নিয়ে তার উদ্বেগটি আসলে ছদ্ম উদ্বেগ। ভারতের নাগরিক সুনালি খাতুনদের কোনও কথা না শুনে বাংলাদেশে ঠেলে দিতে পারে যারা, তারা ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান কিংবা কোনও দেশের সংখ্যালঘু মানুষের দুঃখ আদৌ বোঝে?

গণতান্ত্রিক শাসনের শর্ত মানলে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রথমেই উচিত ছিল আখলাকের জঘন্য হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী খুনিদের শাস্তি দিতে উত্তরপ্রদেশ সরকারকে বাধ্য করা। কিন্তু কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কিংবা প্রধানমন্ত্রী টুঁ শব্দটিও করেননি। ২০১৪ থেকে ২০২৩-এর মধ্যে এই ভারতে গণপিটুনির নথিভুক্ত ঘটনা ১৮৯। তার অধিকাংশেরই শিকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ। মনে করিয়ে দেওয়া ভাল সাংবাদিক গৌরী লঙ্কেশ, যুক্তিবাদী লেখক গোবিন্দ পানসারে, নরেন্দ্র দাভোলকরদের হত্যাকারীরা সকলে আরএসএস-বিজেপি ঘনিষ্ঠ এবং এদের কারও শাস্তি হয়নি। এমনকি গৌরী লঙ্কেশের হত্যায় অভিযুক্ত একজন এবার মহারাষ্ট্রে বুক ফুলিয়ে পুরসভা নির্বাচনে দাঁড়াচ্ছে। এর পরেও কি বলতে হবে কোনও দেশের সংখ্যালঘুদের জন্য বিজেপির চোখে সত্যিই জল আসতে পারে? বাংলাদেশের মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে তাদের দেশের হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে গণতান্ত্রিক বোধসম্পন্ন মানুষ লড়াই করছেন এটাই আশার। আবার, ভারতে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির কারবারিরা সেই মৌলবাদীদের অজুহাত করে এ দেশে সংখ্যালঘু বিরোধী জিগির তুললে তাকে প্রতিহত করার দায়িত্ব ভারতের গণতন্ত্রপ্রিয় শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরই।

মৌলবাদী এবং সাম্প্রদায়িক শক্তি সবসময়েই একে অপরের পরিপূরক। এক ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদ অপর একটি ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা এবং মৌলবাদকে পুষ্ট করে। বিজেপি নেতৃত্ব যত উগ্র হিন্দুত্ববাদে ভর করে বাংলাদেশে হিন্দুর পাশে দাঁড়ানোর অজুহাত দেখিয়ে ভারতে অত্যন্ত রুচিহীনভাবে মুসলিম জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বিষোদগার করছেন, আক্রমণ করছেন, সব ভারতীয় মুসলিমকে বিদেশি সাজাতে চাইছেন, তত ভারত, বাংলাদেশ এমনকি পাকিস্তানেরও ইসলামিক মৌলবাদীদের হাত শক্ত হচ্ছে। এই কারণেই কলকাতার মতো শহরে উর্দু অ্যাকাডেমিতে ধর্মনিরপেক্ষ চিন্তার অনুসারী হওয়ার কারণে বিশিষ্ট কবি, গীতিকার ও চিত্রনাট্যকার জাভেদ আখতারের আমন্ত্রণ বাতিল করার কথা বলতে পারে মুসলিম মৌলবাদীরা। সারা দেশেই আজ এই চিত্র বেড়ে চলেছে। শাসকরা চিরকালই খেটে খাওয়া মানুষের ঐক্য ভাঙতে সবচেয়ে বেশি যে অস্ত্রটা ব্যবহার করে তা হল সাম্প্রদায়িকতা। এর ফলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয় হিন্দু-মুসলিম-খ্রিস্টান নির্বিশেষে খেটে খাওয়া মানুষেরই। পুঁজিপতি শ্রেণির রাজনৈতিক ম্যানেজার শাসকদলগুলো সাধারণ মানুষের ক্ষোভকে বিপথে চালিত করতে এক দল দরিদ্র মানুষকে অপর এক দল দরিদ্রের শত্রু সাজিয়ে দেশে আতঙ্ক আর বিদ্বেষের পরিবেশ তৈরি করে। বাংলাদেশেও ফ্যাসিবাদী ও সাম্প্রদায়িক শক্তি সে দেশের মানুষের অভূতপূর্ব জুলাই অভ্যুত্থানের অকাঙ্ক্ষাকে নষ্ট করতে, বিকৃত করতে নানা সাম্প্রদায়িক এবং রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড ঘটাচ্ছে। এই পথেই তারা সে দেশের আসন্ন নির্বাচনে নিজ নিজ স্বার্থ রক্ষা করতে চায়। আশার কথা সে দেশের গণতান্ত্রিক ও বামপন্থী শক্তিগুলি যথাসাধ্য তার প্রতিবাদও করছে। এ দিকে ভারতে বিজেপি দেখছে পশ্চিমবঙ্গের আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে তারা জনস্বার্থে বলার মতো কিছুই নিয়ে মানুষের কাছে যেতে পারবে না। এই পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের হিন্দুদের রক্ষাকর্তা সাজা তাদের কাছে সুবিধাজনক। বিজেপি নেতারা জানেন, নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের আগুন দাম, বেকারত্ব, চুরি-দুর্নীতি, নারী নির্যাতন, ধর্ষণ-খুন জনজীবনের এই সমস্ত সমস্যা নিয়ে তারা কিছু বলতে গেলেই কেন্দ্রীয় শাসক দল হিসাবে কালিটা তাদের গায়েও লাগছে। ফলে তাদের ভরসা সেই সাম্প্রদায়িক প্রচার। এ দিকে পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসও নিজেদের বিরুদ্ধে মানুষের ক্ষোভের বিস্ফোরণ রুখতে বিজেপির সাথে পাল্লা দিয়ে একের পর এক মন্দির রাজনীতির স্রোতে গা ভাসানোয় বিজেপির আশঙ্কা হচ্ছে তাদের হাত থেকে হিন্দুত্বের চাম্পিয়ান সাজার ব্যাটনটা চলে যাবে। ফলে তারা আরও উগ্র রাস্তা নিচ্ছে। দীপু চন্দ্র দাসের নামটুকু তাদের এই কারণে দরকার। ভারতের হিন্দু, ভারতের মুসলমান-খ্রিস্টান সহ কেউ বাঁচল কি না, বিদ্বেষের শিকার হল কি না, চাকরি পেল কি না, আশ্রয়-খাদ্য পেল কি না, বিষ জল খেয়ে মধ্যপ্রদেশে হিন্দুরা মারা গেল কি না তাতে তাদের কিছুই আসে যায় না। অবশ্য সিপিএম নেতৃত্বের 'আগে রাম পরে বাম' নীতিও বিজেপির কাছে পড়ে একটা পাওয়া সুযোগ হয়েছে।

ভারত, বাংলাদেশ সর্বত্রই সাম্প্রদায়িক রাজনীতির মোকাবিলা করতে হলে আজ সাধারণ মানুষের হাতে একমাত্র হাতিয়ার হতে পারে বাম-গণতান্ত্রিক আন্দোলনের জোয়ার। কিন্তু নিছক ভোটের ছকে এই বিষয়টাকে দেখলে, বুর্জোয়া রাজনীতি ও তথাকথিত 'নরম সাম্প্রদায়িকতার' সাথে আপস করলে তা শেষ পর্যন্ত মেহনতি মানুষের স্বার্থের বিরুদ্ধেই যাবে। এই কথাটা ভুলে গেলে চলবে না।

জীবনাবসান

এস ইউ সি আই (সি)-র বাঁকুড়া জেলা কমিটির প্রবীণ সদস্য কমরেড গৌরাঙ্গ গোস্বামী গত ৩ ডিসেম্বর শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৯০ বছর। ১৯৮১ সালের শেষের দিকে তিনি দলের সাথে যুক্ত হন। তিনি পেশায় ছিলেন প্রাথমিক শিক্ষক। জেলা কার্যালয় থেকে ওন্দা থানায় তাঁর গ্রামের দূরত্ব ছিল প্রায় ৩০ কিলোমিটার। যাতায়াত ব্যবস্থা ভাল ছিল না। গ্রামের বহু মানুষকে সংগঠিত করে বাস চালুর দাবি আদায় করেন তিনি। জেলা প্রশাসনের কাছ থেকে পরে পাকা রাস্তার দাবি এবং বন্ধ হয়ে থাকা স্বাস্থ্যকেন্দ্র পুনরায় চালু, ডাক্তার নিয়োগ প্রভৃতি দাবিতে সফল আন্দোলন পরিচালনা করেছেন। ১৯৮৭ সালে দলের প্রথম জেলা সম্মেলনে তিনি জেলা কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। সিপিএম-ফ্রন্ট সরকারের জনবিরোধী শিক্ষানীতি, মূল্যবৃদ্ধি, ভাড়া বৃদ্ধির বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলতে তিনি সক্রিয় ভূমিকা নেন। মানুষের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা সহ নানা সামাজিক কাজে তিনি যুক্ত থাকতেন। অভিনয় ও সঙ্গীত জগতের প্রতিও ছিল তাঁর গভীর অনুরাগ। ১৯৯৫ সালে চাকরি থেকে অবসর নিয়ে দলের প্রয়োজনে তিনি বাঁকুড়া শহরে চলে আসেন। ২০২১ পর্যন্ত তিনি জেলা অফিসের দায়িত্ব সামলেছেন।

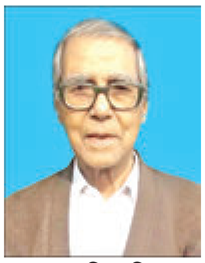

এরপর বার্ধক্যজনিত নানা সমস্যায় আর অফিসে আসতে পারতেন না। তা সত্ত্বেও দলের কাজকর্ম ও কর্মীদের বিষয়ে খোঁজখবর রাখতেন এবং গণদাবী সহ বিভিন্ন পত্রপত্রিকা খুঁটিয়ে পড়তেন।

দলের কর্মীরা তাঁর কাছে ছিল সম্পদের মতো। দলীয় প্রয়োজনে আর্থিক সহায়তা সহ দরদ ভালবাসা দিয়ে তিনি কার্যত তাদের অভিভাবক হয়ে উঠেছিলেন। সংগ্রামে ছোটদের এগিয়ে যাওয়া শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। বয়সে ছোট হলেও তাঁদের নেতৃত্ব মেনে নিতে তাঁর কখনও অসুবিধা হয়নি। শহরের মহল্লায় যেখানে থাকতেন সেখানেও গরিব মানুষ সহ সকলের শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন। তাঁর নিজের বাড়িটি তিনি দলকে দান করেছেন।

৩ জানুয়ারি বাঁকুড়া বঙ্গ বিদ্যালয় হলে তাঁর স্মরণে সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন জেলা সম্পাদক কমরেড জয়দেব পাল। প্রধান বক্তা ছিলেন দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড দেবাশীষ রায়। তিনি কমরেড গৌরাঙ্গ গোস্বামীর সাংগঠনিক ভূমিকা ও তাঁর চারিত্রিক গুণাবলি তুলে ধরেন।

স্মরণসভায় অন্যান্য বাম দলের প্রতিনিধিরা শ্রদ্ধা জানিয়ে বক্তব্য রাখেন। তাঁর প্রয়াণে এলাকার মানুষ হারাল একজন প্রিয়জনকে ও দল হারাল একজন একনিষ্ঠ সংগঠককে।

কমরেড গৌরাঙ্গ গোস্বামী লাল সেলাম

ইন্দোরে বিষ-জল
সুশাসন বিজেপির !

মুন্সি প্রেমচন্দের ‘ঠাকুর কা কুঁয়া’ গল্পে অসুস্থ তথাকথিত নিচু জাতের মানুষ জোখু তেষ্টার জ্বালা সহ্য করতে না পেরে পচা-দুর্গন্ধ জল খেয়েছিল। এ গল্প ১৯৩২ সালে ব্রিটিশ ভারতে বসে লেখা। ভারতের গ্রামগুলোয় তো বটেই, শহরেও এই ছবি এখন কতখানি পাল্টেছে? মধ্যপ্রদেশে ছ'মাসের যে শিশুটি নতুন বছরের সূর্য দেখার আগেই দূষিত জল খেয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল, সে তথাকথিত ‘নীচ জাতের’ নয়, প্রত্যন্ত গ্রামেও জন্মায়নি। তার একমাত্র অপরাধ ছিল, সে এই আটাত্তর বছরের স্বাধীন দেশে এক সাধারণ নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান হয়ে পৃথিবীর আলো দেখেছিল।

ইন্দোর নাকি খাতায় কলমে ভারতের সবচেয়ে পরিচ্ছন্ন শহর। অথচ সেখানেই দিনের পর দিন পানীয় জলে মিশছিল শৌচাগারের বর্জ্য। পুলিশ চেকপোস্টের জন্য শৌচাগার তৈরি হয়েছিল শহরের মূল পানীয় জলের লাইনের ওপরে এবং দিনের পর দিন সেই শৌচাগারের বর্জ্য জমা হচ্ছিল একটা গর্তে, কারণ সেপটিক ট্যাঙ্কের ব্যবস্থা করা হয়নি। সেই বর্জ্য গর্তের ফাঁক দিয়ে চুঁইয়ে মিশছিল বহু বছরের পুরনো পানীয় জলের লাইনে, যেখানে আগে থেকেই তৈরি হয়ে ছিল নানা ফুটো এবং ফাটল। ৬ মাসের ছেলে জ্বর, পেটখারাপ, বমি নিয়ে ভুগছে দেখে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেছিলেন সাধনা সাহু। ভাবতেই পারেননি, সন্তানকে যে পানীয় জল দিচ্ছেন, সেটাই বিষাক্ত হয়ে আছে। ইন্দোরের ভগীরথপুরায় প্রায় ১৫ হাজার মানুষের বাস, যার বেশিরভাগই নিম্নবিত্ত, গরিব মানুষ। একের পর এক পরিবারের সদস্যরা যখন আন্ত্রিকের লক্ষণ নিয়ে ভর্তি হচ্ছেন হাসপাতালে, তখনও সরকার-প্রশাসনের টনক নড়েনি। তারা যখন একটু নড়েচড়ে উঠতে বাধ্য হলেন, তত দিনে মৃতের সংখ্যা দশ ছুঁয়ে ফেলেছে।

স্বাস্থ্য দপ্তরের ৩১ ডিসেম্বরের হিসাব অনুযায়ী, ওই এলাকার ২৪৫৬ জন জ্বর-বমি-পেটখারাপে আক্রান্ত, যার মধ্যে ২১২ জনকে ভর্তি হতে হয়েছে হাসপাতালে, ৫০ জনের অবস্থা সংকটজনক, আইসিইউ-তে মৃত্যুর সাথে লড়ছেন তারা। সময় যত এগিয়েছে তত মৃত ও অসুস্থ মানুষের সংখ্যা বেড়েছে। মৃতের সংখ্যা ২১ হয়ে গেছে, অসুস্থও বেড়েছে। এতগুলো প্রাণ চলে যাওয়ার পর সরকার আক্রান্তদের সামান্য ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করতে বাধ্য হলেও, সে টাকা কত দিনে কত জনের হাতে পৌঁছবে আর হাসপাতালের বিছানায় অসুস্থ প্রিয়জনেরা কবে সুস্থ হয়ে ফিরবে, জানেন না ওই অঞ্চলের মানুষ।

গত কয়েক মাস ধরে ওই অঞ্চলের বাসিন্দারা পানীয় জল পানের অযোগ্য বুঝতে পেরে বারে বারে কর্তৃপক্ষকে অভিযোগ জানিয়েছেন। জলের গুণগত মান নিয়ে ইন্দোরে ২০২৫ জুড়ে মোট ২৬৬টি অভিযোগপত্র জমা পড়েছে। তা সত্ত্বেও পানীয় জলের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কর্তৃপক্ষ অবহেলাই করে গেছে। ফলে পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে গেছে এবং দিনের পর দিন ওই বর্জ্য মেশা জল পান করে মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়েছে। এই সব তথ্যই সামনে এসেছে ভগীরথপুরার নিরপরাধ সাধারণ মানুষ নিজের জীবন দিয়ে সরকার-প্রশাসন-পৌরদপ্তরের মারাত্মক গাফিলতির মূল্য চোকানোর পর। পানীয় জলের মতো একটি গুরুতর বিষয় নিয়ে এই চূড়ান্ত ঢিলেঢালা মনোভাব এবং অবহেলা, খাবারে বিষ মিশিয়ে মানুষ মারার চাইতে কোনও অংশে কম অপরাধ নয়।

ভারপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ার এবং আরও একজন আধিকারিককে সরকার সাসপেন্ড করেছে ঠিকই, কিন্তু মন্ত্রী, বিধায়ক ও পুরসভার ক্ষমতাসীন দলের কর্তারা নিশ্চিন্তে আছেন। আধিকারিকদের লোকদেখানো শাস্তি দিয়ে যারা নিজেদের অপরাধ আড়াল করতে চান, সেই সরকারি দলের নেতা-মন্ত্রীরা এর পরেও নির্লজ্জের মতো মানুষের কাছে প্রতিশ্রুতির ঝুলি নিয়ে ভোট চাইতে আসবেন। ইন্দোরের বিজেপি বিধায়ক কৈলাস বিজয়বর্গীয় এই ঘটনা নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের মুখে মেজাজ হারিয়ে ‘তাতে আমার ঘন্টা’ বলে ফেলেছিলেন, পরে তুমুল নিন্দার ঝড় ওঠায় মামুলি দুঃখপ্রকাশও করেছেন।

যদিও এই ভয়ঙ্কর ঘটনার দায় স্বীকার দূরে থাক, বিজেপির বহুল প্রচারিত ডবল ইঞ্জিনের রাজ্য মধ্যপ্রদেশে এমনটা কী করে ঘটল, সে নিয়ে একটি শব্দও খরচ করেননি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। আসলে রাগের মাথায় যে কথা মন্ত্রীমহোদয়ের মুখ দিয়ে বেরিয়েছে, সেটাই দেশের মানুষের ভোটে জিতে ক্ষমতার গদি আঁকড়ে বসা নেতা-মন্ত্রীদের মনের কথা। দেশের মানুষ খেতে পেল কি না, কাজ পেল কি না, হাসপাতালে চিকিৎসা পেল কি না, এমনকি নিরাপদ তেষ্টার জলটুকু তাদের কাছে পৌঁছচ্ছে কি না, এ সবে তাদের কিছুই যায় আসে না। প্রধানমন্ত্রীর ‘জল জীবন মিশন’ প্রকল্পের হোর্ডিংয়ের আড়ালে দেশের প্রান্তে প্রত্যন্তে এমন কত দূষিত জলের লাইন রয়ে গেছে, তার খোঁজ পাওয়া যাবে আবারও কোথাও মানুষের এমন মর্মান্তিক মৃত্যুর পর। তত দিন গণতন্ত্রের স্বঘোষিত কাণ্ডারিরা মানুষের ভোটে জিতে ক্ষমতায় এসে তাদের জীবন নিয়েই ছিনিমিনি খেলবেন।

নরেন্দ্র মোদি, অমিত শাহ সহ বিজেপির নেতামন্ত্রীরা কথায় কথায় হিন্দুদের বিপদের জিগির তোলেন, হিন্দুদের জন্য তাদের প্রাণ নাকি কেঁদে ওঠে এবং তাদের আস্ফালন শুনলে মনে হয়, দেশের মানুষের জীবন-জীবিকার যাবতীয় সমস্যার জন্য একমাত্র দায়ী হল মুসলমান, রোহিঙ্গা নয়তো বাইরের দেশ থেকে আসা অনুপ্রবেশকারীরা। ‘ডবল ইঞ্জিন’ মধ্যপ্রদেশে ঊর্মিলা যাদব, তারা কোরি, নন্দলাল পাল সহ এতগুলি প্রাণ জীবন দিয়ে প্রমাণ করে গেল, দেশ জুড়ে আসলে যাদের বেঁচে থাকার অধিকার বিপন্ন হচ্ছে প্রতি মুহূর্তে— তারা হিন্দুও নয়, মুসলমানও নয়, অনুপ্রবেশকারী নয়, এ দেশেরই সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ।

উত্তরাখণ্ডে অঙ্কিতা ভাণ্ডারি হত্যার বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবি

অঙ্কিতা ভাণ্ডারি হত্যার ন্যায়বিচারের দাবিতে উত্তরাখণ্ডে যে আন্দোলন চলছে তার প্রতি সংহতি জানিয়েছেন এআইএমএসএস-এর সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক ছবি মহান্তি। ৯ জানুয়ারি এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, ২০২২ সালে হৃষিকেশের গঙ্গাভোগপুরে এক রিসর্টের রিসেপশনিস্ট অঙ্কিতা ভাণ্ডারি খুন হন। অভিযোগ যে, এক ভিআইপি-কে সঙ্গ দেওয়ার প্রস্তাব অগ্রাহ্য করায় এই খুন হয়েছে।

এর বিরুদ্ধে মানুষ রাস্তায় নামেন এবং অপরাধীদের গ্রেপ্তার করা হয়। বিচারে তাদের সাজাও হয়। কিন্তু ওই ভিআইপি-র জড়িত থাকায় বিষয়টি রহস্যাবৃতই থেকে যায়। আজ তিন বছর পর ওই ভিআইপি-র পরিচয় সামনে আসে। ফলে আবার মানুষ ন্যায়বিচারের দাবিতে রাস্তায় নেমেছেন এআইএমএসএস-এর পক্ষ থেকে পুনর্তদন্ত এবং দোষীদের শাস্তি না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানানো হয়।

বিএসএফ-এর অত্যাচার
ডেপুটেশন সিপিডিআরএস-এর

৪ জানুয়ারি নদিয়া জেলার চাপড়া থানার সীমান্তবর্তী গ্রাম হাটখোলায় সন্দেহজনক কিছু ব্যক্তিকে বিএসএফ তাড়া করলে এরা একটি বাড়ির মধ্য দিয়ে পালিয়ে যায়। বিএসএফ জাওয়ানরা সেই বাড়িতে ঢুকে বাড়ির ছেলেকে মারধর করে। তার ছোট বোন এবং মা তাকে বাঁচাতে এলে বিএসএফ দশ বছরের মেয়ে হালিমা খাতুনকে তুলে আছাড় মারে এবং তার মাকে প্রচণ্ড মারধর করে। আছাড় খেয়ে শিশুটি অজ্ঞান হয়ে পড়লে তাকে চাপড়া হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে তাকে শক্তিনগরে জেলা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়।

হয় কথায় নয় কথায় সীমান্তসংলগ্ন গ্রামগুলিতে নানা ধরনের অমানবিক অত্যাচার ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। মানবাধিকার সংগঠন সিপিডিআরএস এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করে অবিলম্বে দোষী বিএসএফ জওয়ানদের শাস্তির দাবি করে জেলাশাসক এবং পুলিশ সুপারকে ডেপুটেশন দেয়।

জীবনাবসান

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর নোনাকুড়ি লোকাল কমিটির আবেদনকারী সদস্য ও অল ইন্ডিয়া মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের জেলা কাউন্সিল সদস্য কমরেড শ্রাবণী জানা ১৭ ডিসেম্বর আকস্মিক ভাবে প্রয়াত হন। বয়স হয়েছিল ৫২ বছর। কমরেড শ্রাবণী জানা বিবাহসূত্রে দলের কর্মী কমরেড অমল জানার মাধ্যমে দলের চিন্তার সংস্পর্শে আসেন। ক্রমে এমএসএস-এর সাথে যুক্ত হন। মহিলাদের নিয়ে নাটকের টিম তৈরি করে অভিনয়ও করেন। ধীরে ধীরে দলের কাজে আরও বেশি করে যুক্ত হন ও আবেদনকারী সদস্য হন। শেষের ৫-৬ বছর সাংগঠনিক কাজে, সব শেষে অঙ্গীকার যাত্রায় তাঁর উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণ ছিল। পারিবারিক দায়-দায়িত্ব সহ অসুস্থ শ্বশুর-শাশুড়ির সেবা-শুশ্রূষার পাশাপাশি সকালে-দুপুরে-বিকেলে যখনই সময় পেতেন, অন্যদের সাথে দলের কাজে বেরিয়ে পড়তেন। এ ক্ষেত্রে মনের জোরের কাছে শারীরিক প্রতিবন্ধকতা খুব বেশি বাধা সৃষ্টি করতে পারেনি। সবার সাথে মিশে যাওয়ার, সবাইকে নিয়ে চলার তাঁর অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল।

পরিবারে, পাড়ায়, মিড ডে মিল কর্মীদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল গভীর। তিনি সাহসী ও স্পষ্টবাদী ছিলেন। এলাকার রেশন দুর্নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন, অশ্লীল সিনেমা প্রদর্শনের বিরুদ্ধে আন্দোলন, বাসভাড়া বৃদ্ধিবিরোধী, মদবিরোধী আন্দোলন, মিড ডে মিল কর্মীদের আন্দোলন সহ বিভিন্ন আন্দোলনে তাঁর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। ক্রমে তিনি পাড়ায়, পরিচিত এবং আত্মীয়-পরিজনদের মধ্যে দলের বক্তব্য আরও বেশি করে নিয়ে যাওয়া শুরু করেছিলেন। ক্রমাগত বিকশিত ও আরও দায়িত্বশীল হয়ে যখন তিনি গড়ে উঠছিলেন তখনই সম্ভাবনা অকালে ঝরে গেল।

১০ জানুয়ারি কমরেড শ্রাবণী জানার স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। দুই শতাধিক মহিলা সহ সাধারণ মানুষ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। মিড ডে মিল কর্মী সহ দলের কর্মীরা চোখের জলে তাঁকে স্মরণ করেন। মূল আলোচনা করেন দলের জেলা সম্পাদক কমরেড প্রণব মাইতি। স্মৃতিচারণা করেন জেলা কমিটির সদস্য কমরেড অরুণ জানা সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। সভা পরিচালনা করেন জেলা কমিটির সদস্য ও নোনাকুড়ি লোকাল কমিটির সম্পাদক কমরেড বাসুদেব সামন্ত।

কমরেড শ্রাবণী জানা লাল সেলাম

দুঃস্থদের শীতবস্ত্র প্রদান মেছেদায়

ডাঃ নর্মান বেথুন মেমোরিয়াল ট্রাস্টের উদ্যোগে ২ জানুয়ারি মেচেদায় এলাকার ৬০ জন দুঃস্থ ব্যক্তিকে শীতবস্ত্র দেওয়া হয়। সভাপতিত্ব করেন ট্রাস্টের সভাপতি ডাঃ বিশ্বনাথ পড়িয়া। অতিথি ছিলেন শান্তিপুর-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান করুণা সী, বিশিষ্ট সমাজসেবী গণেন রায়, প্রাক্তন আবহাওয়াবিদ অশোক হাজরা, প্রবীণ মেডিকেল ইঞ্জিনিয়ার সতীশ প্রসাদ বেরা, চিকিৎসক সন্তোষ মাইতি প্রমুখ। ট্রাস্ট সদস্য ডাঃ ভবানী শংকর দাস প্রাকৃতিক দুর্যোগে ও ত্রাণকার্যে ট্রাস্টের উজ্জ্বল ভূমিকার উল্লেখ করেন। ট্রাস্টের সম্পাদক তপন ভৌমিক সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2025-27

গণদাবী | GANADABI | Volume: 78, No.: 23 | Bengali | Weekly | January 16, 2026 | Kolkata | Price: Rs. 3.00

এআইডিএসও-র মধ্যপ্রদেশ রাজ্য সম্মেলন

'শিক্ষা বাঁচাও, স্কুল বাঁচাও, ভবিষ্যৎ বাঁচাও' আহ্বান নিয়ে ৩-৪ জানুয়ারি ভোপালে অনুষ্ঠিত হল এআইডিএসও-র মধ্যপ্রদেশ রাজ্য সম্মেলন। শিক্ষার এই বিপন্নতা তৈরি হয়েছে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের জনবিরোধী শিক্ষানীতির পরিণামে। সরকারের লক্ষ্য শিক্ষার বেসরকারিকরণ, ছাত্ররা তার বিরুদ্ধেই রাস্তায় নেমেছে। এই আন্দোলন তীব্র করতে, নতুন নেতৃত্ব তুলে আনতেই এই সম্মেলন। সর্বভারতীয় সভাপতি সৌরভ ঘোষ, সাধারণ সম্পাদক শিবাশিস প্রহরাজ, সহ সভাপতি অশ্বিনী কে এস, কেন্দ্রীয় ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য উমেশ মৌর্য জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০-র ছাত্রস্বার্থবিরোধী দিকগুলি তুলে ধরেন। সম্মেলনে রাজ্যের ২৫টি জেলা থেকে প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। সংগঠনের পূর্বতন নেতাদেরও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। শ্রুতি শিবহরেকে সভাপতি, নারায়ণ সিং চাণ্ডেলকে সম্পাদক করে ২০ সদস্যের রাজ্য কমিটি ও ১৩৮ সদস্যের রাজ্য কাউন্সিল গঠিত হয়।

পূর্ব বর্ধমানে কৃষক আন্দোলন

সারের কালোবাজারি রোধ, নয়া কৃষিনীতি বাতিল, ফসলের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য (এমএসপি) আইনসম্মত করা, আলুর ন্যায্য দাম, চাষের সময় সেচের ব্যবস্থা করা ও সাবমার্সিবলের বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন না করা, খেতমজুরদের ২০০ দিনের কাজ ও ৬০০ টাকা মজুরি সহ ১১ দফা দাবিতে ৮ জানুয়ারি কৃষি ও কৃষক বাঁচাও কমিটি, অল ইন্ডিয়া কিসান-খেতমজদুর সংগঠন, কিসান ঐক্য মঞ্চ, কৃষক কল্যাণ সমিতি যুক্তভাবে পূর্ব বর্ধমান জেলাশাসকের কাছে ডেপুটেশন দেয় ও বাদামতলা মোড়ে বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় কৃষি ও কৃষক বাঁচাও কমিটির জেলা সম্পাদক অনিরুদ্ধ কুণ্ডু বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার কর্পোরেটদের স্বার্থে নয়া কৃষিনীতি কার্যকর করছে। তারা জল, জমি, বিদ্যুৎ, পাহাড় জঙ্গল সমস্ত কিছুই কর্পোরেটদের হাতে বেচে দিচ্ছে। সমস্ত ছোট-বড় কৃষি বাজার কর্পোরেটদের হাতে চলে যাবে।

সরকার সারের উপর থেকে ভর্তুকি তুলে নিয়েছে। সারে ব্যাপক কালোবাজারি চলেছে। অল ইন্ডিয়া কিসান খেতমজদুর সংগঠনের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলী সদস্য ও কমিটির জেলা সভাপতি দনা গোস্বামী বলেন, বর্তমানে আলুর দাম নেই। ফলে আলু চাষিরা তাদের গুদামজাত ফসলের দাম পাচ্ছে না। অল ইন্ডিয়া কিসান খেতমজদুর সংগঠনের জেলা সম্পাদক মোজাম্মেল হক বলেন, সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার খেতমজুরদের ১০০ দিনের কাজের আইনি অধিকার কেড়ে নিচ্ছে।

আমাদের দাবি, অবিলম্বে ২০০ দিনের কাজ ও ৬০০ টাকা মজুরি দিতে হবে এবং এই প্রকল্পের কাজ অবিলম্বে শুরু করতে হবে। এ ছাড়া বক্তব্য রাখেন দেবাশীষ ভট্টাচার্য, সুনীল মণ্ডল, সব্যসাচী ঘোষ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। সভায় সভাপতিত্ব করেন অল ইন্ডিয়া কিসান খেতমজদুর সংগঠনের পূর্ব বর্ধমান জেলা সভাপতি অরবিন্দ সাহা।

২১ জানুয়ারি
লেনিন স্মরণ দিবসে
জনসভা
বক্তা - কমরেড প্রভাস ঘোষ
সাধারণ সম্পাদক, এসইউসিআই(সি)
* * *
মৌলালি যুবকেন্দ্র, বেলা ১১টা

কলকাতা বইমেলায় গণদাবী
স্টল নং ৫৬৩

বিরসা মুণ্ডার ১৫০তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন

১৪-১৫ ডিসেম্বর ২০২৫ শহিদ বিরসা মুণ্ডার ১৫০তম জন্মবার্ষিকী উদযাপনের সর্বভারতীয় স্তরের সমাপনী অনুষ্ঠান ঝাড়খণ্ডের রাজধানী রাঁচি শহরে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন ঝাড়খণ্ডের সুবিখ্যাত লোকগায়ক পদ্মশ্রী মধু মন্সুরি 'হংসমুখ'। সভার প্রধান অতিথি প্রাক্তন উপাচার্য ডঃ সত্যনারায়ণ মুণ্ডা তাঁর বক্তব্যে শহিদ বিরসা মুণ্ডার জীবন সংগ্রামের সবিস্তার আলোচনা করেন। সভায় বক্তব্য রাখেন ডঃ মিথিলেশ কুমার, ডঃ কমল বোস, ডঃ সুভাষ চন্দ্র মুণ্ডা, ডঃ সরফরাজ আলম, হামিদুল হক, পরিমল হাঁসদা সহ বিভিন্ন রাজ্যের প্রতিনিধিবৃন্দ। সভাপতিত্ব করেন ঝাড়খণ্ড রাজ্যের শহিদ বিরসা মুণ্ডা ১৫০তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন কমিটির সম্পাদক পানমুনি সিং মুণ্ডা।

১৫ ডিসেম্বর 'শহিদ বিরসা মুণ্ডার জীবন সংগ্রাম এবং বর্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের কর্তব্য' এই বিষয়ের উপর সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন অল ইন্ডিয়া জন অধিকার সুরক্ষা কমিটি শম্ভুনাথ নায়েক। বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট লেখক মহাদেব টোপ্পো, ডঃ অশোক কুমার মণ্ডল, পানমনি সিং মুণ্ডা, ডঃ রেজওয়ান আলি। অল ইন্ডিয়া সুরক্ষা কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিসম্বর মুড়া প্রমুখ।

ধর্মঘটে গ্রাহক ও ব্যাঙ্ককর্মীদের গুরুত্বপূর্ণ দাবিগুলিও ওঠা দরকার

ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ইউনিটি ফোরামের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক গৌরীশঙ্কর দাস ১২ জানুয়ারি এক বিবৃতিতে বলেন, সপ্তাহে পাঁচ দিন কাজের দাবিতে ২৭ জানুয়ারি মঙ্গলবার দেশজুড়ে ব্যাঙ্ক ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে কর্মী ও অফিসারদের ৯টি সংগঠনের যৌথ মঞ্চ ইউনাইটেড ফোরাম অব ব্যাঙ্ক ইউনিয়নস তথা ইউএফবিইউ। ধর্মঘট হলে সারা দেশে টানা চার দিন এবং এ রাজ্যে টানা পাঁচ দিন বন্ধ থাকবে ব্যাঙ্ক। তা ছাড়া এই ধর্মঘটে একটি মাত্র দাবি উত্থাপিত হয়েছে, যার সাথে যোগ নেই ব্যাঙ্ক শিল্পের উন্নত ভবিষ্যতের, ব্যাঙ্কের বিশাল সংখ্যক গ্রাহক-স্বার্থের এবং এমনকি ব্যাঙ্কের ক্রমবর্ধমান ক্যাজুয়াল, কন্ট্রাক্ট ও পার্ট টাইম কর্মীদের সমস্যাবলিরও।

ধর্মঘটের সঙ্গে যুক্ত নেই ব্যাঙ্ক সংযুক্তিকরণ, বেসরকারিকরণ, অনুৎপাদক সম্পদ বৃদ্ধি, মোটা অঙ্কের ঋণ মকুব বা খাতা থেকে মুছে দেওয়া, ব্যাঙ্ক জালিয়াতি, দুর্বল গ্রাহক পরিষেবা, সুদের হারের মতো বিষয়গুলিও। স্থায়ী কাজে স্থায়ী কর্মী নিয়োগ কিংবা সম কাজে সম বেতনের নীতি লঙ্ঘনও এখানে উপেক্ষিত। ক্যাজুয়াল এবং কন্ট্রাক্ট কর্মীদের আশঙ্কা সপ্তাহে ৫ দিন ব্যাঙ্ক হলে তাঁদের মাসিক আয় কমতে পারে এবং অথবা কাজের চাপ আরও বাড়তে পারে। এই আশঙ্কা অমূলক বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

এ দিকে আরও আগে এই ধর্মঘটের ১৬ দিন পরে ১২ ফেব্রুয়ারি আর একটি ধর্মঘটের আহ্বান এসেছে ১০টি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন এবং কয়েকটি জাতীয় ফেডারেশনের পক্ষ থেকে। সেখানে বেশ কিছু দাবির মধ্যে যেগুলি মুখ্য তা হল ৪টি শ্রমবিধি যা সম্প্রতি বলবত হয়েছে তা বাতিল করতে হবে, সরকারি ও রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের বেসরকারিকরণ চলবে না ইত্যাদি। এই শ্রমবিধির ভাল-মন্দ নিঃসন্দেহে ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের ভাল-মন্দকেও প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ভাবে প্রভাবিত করবে। বেসরকারিকরণও ব্যাঙ্ক শিল্পের একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সেই হিসাবে এই ধর্মঘটে ইউএফবিইউ-র ভূমিকা কী হবে তা এখনও স্পষ্ট নয়। সেই ধর্মঘটেও ব্যাঙ্ক কর্মী ও অফিসারদের একটা সুনির্দিষ্ট ভূমিকা থাকা বাঞ্ছনীয়। অথচ এখনও এ ব্যাপারে তাঁদের অবস্থান স্পষ্ট না করে ব্যাঙ্ক শিল্পে আলাদা করে ধর্মঘট ডাকা হয়েছে যেখানে ব্যাঙ্ক শিল্পের সঙ্গে সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি অনুপস্থিত। ব্যাঙ্ককর্মীরাও যে অন্যান্য সমস্ত ক্ষেত্রের শ্রমজীবী মানুষের অংশ তা বিস্মৃত হলে বা সেই অনুযায়ী তাঁদের কার্যক্রম পরিচালিত না হলে তাঁদের উপর প্রতিনিয়ত আক্রমণগুলিকে তাঁরা প্রতিহত করতে পারবেন না।

আন্দোলনের চাপে ট্রেন পুনর্বহাল

রেল দপ্তর ৩ জানুয়ারি থেকে বেলদা-খড়গপুর লোকাল ট্রেনটি অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকার ঘোষণা করেছিল। এর পরেই বেলদা রেলযাত্রী ও নাগরিক কল্যাণ সমিতি প্রতিবাদে নামে। ২৯ ডিসেম্বর বেলদায় প্রবল যাত্রী বিক্ষোভ সংগঠিত হয়। বহু শিক্ষক-অধ্যাপক, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সহ সমাজের বিভিন্ন স্তরের শত শত মানুষ এই বিক্ষোভে সামিল হন। বাখরাবাদ, নারায়ণগড়, বেনাপুর স্টেশনেও যাত্রী বিক্ষোভ হয়। বিভিন্ন স্টেশনে যাত্রী বিক্ষোভের ফলে শেষ পর্যন্ত রেল কর্তৃপক্ষ তাদের বিজ্ঞপ্তি প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়। জানানো হয় ট্রেনটি যথারীতি প্রতিদিন চলবে।

Editor : Amitava Chatterjee ■ Published by Amitava Chatterjee on behalf of SUCI (C), West Bengal State Committee from 48 Lenin Sarani, Kolkata 13 ■ Printed by Soumen Basu at: Ganadabi Printers and Publishers Pvt. Ltd. 52B Indian Mirror Street, Kolkata-13 ■ Phone: 9433451998, 9432889347 ■ E-mail: ganadabi@gmail.com ■ Web: https://ganadabi.com